Visit Our Website: all.talukdaracademy.com.bd

প্রশ্নের ধরন অনুযায়ী অধ্যায়ভিত্তিক অনুশীলন

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্নোত্তর

এখানে অধ্যায়ের বিষয়বস্তু ও বিগত সময়ে পরীক্ষায় আসা প্রশ্ন বিশ্লেষণ করে ২ নম্বরের উপযোগী সকল অধ্যায়ের গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নগুলো ধারাবাহিকভাবে দেওয়া হয়েছে। এগুলো ভালোভাবে অনুশীলন করলে তোমার বৃত্তি পরীক্ষার প্রস্তুতি সম্পন্ন হবে। স্টার চিহ্নিত প্রশ্নগুলো সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ।

প্রথম অধ্যায় — ঔপনিবেশিক যুগ ও বাংলার স্বাধীনতা সংগ্রাম

■ পাঠ-১: বাংলায় ঔপনিবেশিক শাসন ▶বোর্ড বই, পৃষ্ঠা-১

প্রশ্ন-১. 'মাৎস্যন্যায় যুগ' কোন ভাষার শব্দ এবং শব্দটি দ্বারা কী বোঝায়? ব্যাখ্যা করো। ★

উত্তর: 'মাৎস্যন্যায় যুগ' সংস্কৃত ভাষার শব্দ। শব্দটি দ্বারা প্রথম বাঙালি শাসক রাজা শশাঙ্কের মৃত্যুর পর বাংলায় সৃষ্ট অরাজক পরিস্থিতিকে বোঝায়। 'মাৎস্যন্যায়' বলতে পুকুরে বড়ো মাছ ছোটো মাছকে ধরে গিলে ফেলার মতো বিশৃঙ্খল পরিস্থিতিকে বোঝায়। রাজা শশাঙ্কের মৃত্যুর পর বাংলার সবল অধিপতিরা ছোটো ছোটো অঞ্চলগুলো গ্রাস করেছিল, যা ছিল বিশৃঙ্খলার চরম রূপ। এ অবস্থাকেই সংস্কৃত ভাষায় 'মাৎস্যন্যায় যুগ' বলা হয়।

প্রশ্ন-২. 'বারোভূঁইয়া' নামে পরিচিত ছিলেন কারা? মুঘলদের প্রতিরোধে তাদের ভূমিকা ব্যাখ্যা করো।

উত্তর: পূর্ববাংলার জমিদাররা 'বারোভূঁইয়া' নামে পরিচিত ছিলেন। বাংলায় মুঘলদের আক্রমণ প্রতিরোধে বারোভূঁইয়ারা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিলেন। তাদের সম্মিলিত প্রতিরোধের কারণেই মুঘলরা বাংলার পূর্বাংশ সহজে দখল করতে পারেনি। মুঘল সম্রাট আকবরের সেনাপতি মানসিংহ কয়েকবার চেষ্টা করেও বারোভূঁইয়াদের নেতা ঈশা খাঁকে পরাজিত করতে পারেননি। তবে ১৬১০ সালে বারোভূঁইয়ারা মুঘলদের কাছে চূড়ান্তভাবে পরাজিত বরণ করেন।

প্রশ্ন-৩. ঢাকার পূর্বনাম কী ছিল? উক্ত নামকরণ হয় কীভাবে? ★ *[ইসলামিক এডুকেশনাল ট্রাস্ট (আই.ই.টি) সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়, নারায়ণগঞ্জ; নেত্রকোণা সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়]*

উত্তর: ঢাকার পূর্বনাম ছিল 'জাহাঙ্গীরনগর'। ১৬১০ সালে মুঘল সুবেদার ইসলাম খান চিশতি চূড়ান্তভাবে বারোভূঁইয়াদের পরাজিত করে ঢাকা অধিকার করার পর তৎকালীন দিল্লির মুঘল সম্রাট জাহাঙ্গীরের নাম অনুসারে এ শহরের নাম রাখেন 'জাহাঙ্গীরনগর'।

■ পাঠ-২: বাংলায় ইউরোপীয়দের আগমন ও বাণিজ্য বিস্তার ▶বোর্ড বই, পৃষ্ঠা-৩

প্রশ্ন-৪. জব চার্নক নামক একজন ইংরেজ প্রতিনিধি কতগুলো গ্রাম ক্রয় করেন, যা পরবর্তীকালে কলকাতা নামে পরিচিত হয়। গ্রামগুলোর নাম কী? তিনি কত সালে এগুলো ক্রয় করেন?

উত্তর: ইংরেজ প্রতিনিধি জব চার্নকের ক্রয় করা গ্রামগুলো হলো— কলকাতা, সুতানটি ও গোবিন্দপুর, যা পরবর্তীকালে কলকাতা নামে পরিচিত হয়। জব চার্নক গ্রামগুলো ১৬৯০ সালে মাত্র ১২০০ টাকার বিনিময়ে ক্রয় করেন।

প্রশ্ন-৫. ভারতবর্ষ বিশ্ব বাণিজ্য বিস্তারের প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে পরিণত হয় কীভাবে? ব্যাখ্যা করো।

উত্তর: বাণিজ্য বিস্তারের উদ্দেশ্যে পর্তুগিজ নাবিক ভাস্কো-দা-গামা ১৪৯৮ সালে সমুদ্রপথে দক্ষিণ ভারতের কালিকট বন্দরে পৌঁছান। ইউরোপের বিভিন্ন দেশ ক্রমান্বয়ে এই প্রতিযোগিতায় শামিল হতে থাকে। এর মধ্যদিয়ে ভারতবর্ষ বিশ্ব বাণিজ্য বিস্তারের প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে পরিণত হয়।

■ পাঠ-৩: বাংলায় ঔপনিবেশিক শক্তির বিজয় ▶বোর্ড বই, পৃষ্ঠা-৫

প্রশ্ন-৬. পলাশির যুদ্ধে নবাব সিরাজউদ্দৌলার পরাজয়ের দুইটি কারণ লেখো। ★ *[গভ. মডেল গার্লস হাই স্কুল, ব্রাহ্মণবাড়িয়া]*

উত্তর: পলাশির যুদ্ধে নবাব সিরাজউদ্দৌলার পরাজয়ের দুইটি কারণ হলো—

১. নবাবের বিপরীতে ঐকাধিক দেশীয় ষড়যন্ত্রকারী ও ইংরেজদের গোপনে জোট।
২. শাসনকাজে নবাবের অদক্ষতার ফলে বিরোধী পক্ষের অবস্থান শক্তিশালী হওয়া।

প্রশ্ন-৭. ইংরেজ শাসনকে ঔপনিবেশিক শাসন বলা হয় কেন? ★ *[বোর্ড বইয়ের নমুনা প্রশ্ন নং-১]*

উত্তর: উপনিবেশিকরণের সকল বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান থাকায় বাংলায় ইংরেজ শাসনকে ঔপনিবেশিক শাসন বলা হয়। উপনিবেশিকরণ এমন একটি প্রক্রিয়া যেখানে অর্থনৈতিক শোষণ ও লাভের উদ্দেশ্যে এক দেশ অন্য দেশকে নিজের দখলে রাখে। তখন দখলকৃত দেশটি দখলকারী দেশের উপনিবেশে পরিণত হয়। ইংরেজরা কেবল অর্থনৈতিক শোষণ ও লাভের উদ্দেশ্যে বাংলায় শাসন প্রতিষ্ঠা করেছিল। এ কারণে ইংরেজ শাসনকে ঔপনিবেশিক শাসন বলা হয়।

প্রশ্ন-৮. বাংলায় ইংরেজ শাসন প্রতিষ্ঠার দুইটি কারণ ব্যাখ্যা করো। *[বোর্ড বইয়ের নমুনা প্রশ্ন নং-২]*

উত্তর: বাংলায় ইংরেজ শাসন প্রতিষ্ঠার দুইটি কারণ হলো—

১. বাংলার শাসকদের দুর্বলতা এবং অভ্যন্তরীণ কোন্দল ও চক্রান্ত এবং তা মোকাবিলায় তরুণ অনভিজ্ঞ নবাবের অপারগতা এবং
২. ইংরেজদের উন্নত সামরিক শক্তি, রণকৌশল ও নেতৃত্ব।

■ পাঠ-৪ ও ৫: ঔপনিবেশিক শাসন ও শোষণ ▶বোর্ড বই, পৃষ্ঠা-৬

প্রশ্ন-৯. দ্বৈতশাসন বলতে কী বোঝ? ব্যাখ্যা করো। ★ *[রাজউক উত্তরা মডেল কলেজ, ঢাকা; ময়মনসিংহ জিলা স্কুল]*

উত্তর: 'দ্বৈতশাসন' বলতে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ও বাংলার নবাবের মধ্যে শাসনক্ষমতা ভাগ করাকে বোঝায়। বক্সারের যুদ্ধের পর ১৭৬৫ সালে মুঘল সম্রাট দ্বিতীয় শাহ আলম ও ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির গভর্নর রবার্ট ক্লাইভের মধ্যে একটি চুক্তি হয়। ক্লাইভ বাংলার নবাবের ওপর শাসন ও বিচার বিভাগের দায়িত্ব অর্পণ করেন এবং প্রতিরক্ষার দায়িত্ব ন্যস্ত করেন কোম্পানির ওপর। শাসন ক্ষমতার এ বিভক্তিকেই 'দ্বৈতশাসন' বলে।

প্রশ্ন-১০. দ্বৈতশাসন প্রবর্তনের ফলে নবাব কেন ক্ষমতাহীন হয়ে পড়েন? ব্যাখ্যা করো। *[বোর্ড বইয়ের নমুনা প্রশ্ন নং-৩]*

উত্তর: দ্বৈতশাসন প্রবর্তনের মাধ্যমে বাংলার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ক্ষমতা প্রতিরক্ষা ও রাজস্ব আদায়ের দায়িত্ব কোম্পানির ওপর ন্যস্ত করা হয়। অন্যদিকে, শাসন ও বিচার বিভাগের দায়িত্ব নবাবের ওপর অর্পণ করা হয়। ফলে অর্থনৈতিক সক্ষমতা না থাকায় দ্বৈতশাসনের মাধ্যমে নবাব ক্ষমতাহীন হয়ে পড়েন।

প্রশ্ন-১১. 'ছিয়াত্তরের মন্বন্তর' বলতে কী বোঝায়? ★ *[ভিকারুননিসা নূন স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা; আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা; উত্তরা হাই স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা]*

উত্তর: 'ছিয়াত্তরের মন্বন্তর' বলতে ১৭৭০ সালে (বাংলা ১১৭৬) বাংলায় সংঘটিত দুর্ভিক্ষকে বোঝায়। ইংরেজদের অতিরিক্ত করের চাপে যখন জনগণ ও কৃষকের নাভিশ্বাস উঠার অবস্থা সে সময় দেশে পরপর তিন বছর অনাবৃষ্টির ফলে খরায় ফসলের ব্যাপক ক্ষতি হয়। এর ফলে বাংলায় দুর্ভিক্ষের সৃষ্টি হয়, যা 'ছিয়াত্তরের মন্বন্তর' নামে পরিচিত।

প্রশ্ন-১২. ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের কারণ ব্যাখ্যা করো। ★ *[বোর্ড বইয়ের নমুনা প্রশ্ন নং-৩]*

উত্তর: ইংরেজদের আরোপিত অতিরিক্ত করের চাপ এবং অনাবৃষ্টিজনিত প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে ছিয়াত্তরের মন্বন্তর দেখা দেয়। দ্বৈতশাসনের মাধ্যমে রাজস্ব আদায়ের দায়িত্ব পেয়ে ইংরেজরা প্রজাদের ওপর অতিরিক্ত কর আরোপ করে তা আদায়ে প্রচণ্ড চাপ সৃষ্টি করে। সেই সাথে দেশে পর পর তিন বছর অনাবৃষ্টির ফলে খরায় ফসলের ব্যাপক ক্ষতি হয়। ফলে ১৭৭০ (বাংলা ১১৭৬) সালে বাংলায় 'ছিয়াত্তরের মন্বন্তর' নামক দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়।

Visit Our Website: all.talukdaracademy.com.bd

Visit Our Website: all.talukdaracademy.com.bd

প্রশ্ন-১৩. ব্রিটিশ পার্লামেন্টে ১৮৫৮ সালের ২রা আগস্ট একটি আইন পাশ হয়। আইনটির নাম কী? আইনটির একটি ফলাফল লেখো।

উত্তর: ব্রিটিশ পার্লামেন্টে ১৮৫৮ সালের ২রা আগস্ট পাশ হওয়া আইনটির নাম 'ভারত শাসন আইন'। এই আইন পাশ হওয়ার ফলে ভারতবর্ষে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি শাসনের অবসান ঘটে এবং ব্রিটিশ সরকার সরাসরি ভারতের শাসনভার নিজ হাতে গ্রহণ করে।

■ পাঠ-৬ ও ৭: ঔপনিবেশিক শাসনের প্রতিক্রিয়া: বাংলার নবজাগরণ ও ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন

▶বোর্ড বই, পৃষ্ঠা-৮

প্রশ্ন-১৪. কলকাতা মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন কে? এ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করার উদ্দেশ্য কী ছিল? ◘

উত্তর: কলকাতা মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন ওয়ারেন হেস্টিংস। চাকরির সুযোগ সৃষ্টি করে রাজ্য হারানো ক্ষুব্ধ মুসলমানদের সন্তুষ্ট করার উদ্দেশ্যেই কলকাতা মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করা হয়।

প্রশ্ন-১৫. মুদ্রণযন্ত্র ভারতে নবজাগরণে ভূমিকা রাখে কীভাবে?

উত্তর: ১৮২১ সালে ভারতের পশ্চিমবঙ্গে মুদ্রণযন্ত্র স্থাপন মানুষের মনকে মুক্ত করে এবং জাগিয়ে তোলার মাধ্যমে নবজাগরণে অসামান্য ভূমিকা রাখে। মুদ্রণযন্ত্র স্থাপনের ফলে বইপুস্তক ছেপে জ্ঞানচর্চাকে শিক্ষিত সাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়ার পথ সুগম হয়। ফলে মানুষের চিন্তাচেতনায় পরিবর্তন আসে। আর এভাবেই মুদ্রণযন্ত্র ভারতের নবজাগরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

প্রশ্ন-১৬. ইংরেজ প্রশাসকরা বাংলাকে বিভক্ত করতে চেয়েছিল কেন? ব্যাখ্যা করো।

উত্তর: ঔপনিবেশিক আমলে বাংলার সীমানা ছিল অনেক বড়ো। পূর্ববাংলা, পশ্চিম বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যা নিয়ে ছিল বৃহত্তর বাংলা। তাই কলকাতাকেন্দ্রিক ইংরেজ শাসকদের পক্ষে দূরবর্তী অঞ্চলে সুশাসন প্রতিষ্ঠা কঠিন ছিল। এ কারণে ইংরেজ প্রশাসকরা বঙ্গভঙ্গ পরিকল্পনার মাধ্যমে বাংলাকে ভাগ করতে চেয়েছিল।

প্রশ্ন-১৭. মুসলিম লীগ কত সালে প্রতিষ্ঠিত হয়? এটি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার কারণ ব্যাখ্যা করো।

উত্তর: মুসলিম লীগ ১৯০৬ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়।। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের বড়ো নেতাদের অধিকাংশ ছিলেন হিন্দু সম্প্রদায়ের। তাঁরা মুসলমান নেতাদের সাথে পরামর্শ না করে বঙ্গভঙ্গের বিরোধিতা করেন। ফলে মুসলমানরা বুঝতে পারে দাবি আদায়ের জন্য তাদের নিজেদের একটি রাজনৈতিক সংগঠন প্রয়োজন। এ কারণেই ঢাকায় 'মুসলিম লীগ' নামে মুসলমানদের একটি রাজনৈতিক সংগঠন প্রতিষ্ঠা করা হয়।

প্রশ্ন-১৮. ব্রিটিশবিরোধী প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রামের নাম কী? উক্ত সংগ্রামের প্রেক্ষাপট ব্যাখ্যা করো। ◘ *[ইসলামিক এডুকেশনাল ট্রাস্ট (আই.ই.টি) সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়, নারায়ণগঞ্জ]*

উত্তর: ব্রিটিশবিরোধী প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম ছিল সিপাহি বিদ্রোহ। দীর্ঘ সময় ধরে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি কর্তৃক অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক শোষণ, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বঞ্চনা, নির্যাতন, ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত এবং সর্বোপরি ভারতীয় সৈন্যদের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ এই বিদ্রোহ সংঘটনের প্রেক্ষাপট হিসেবে কাজ করেছে।

■ পাঠ-৮: লাহোর প্রস্তাব ও পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা

▶বোর্ড বই, পৃষ্ঠা-১০

প্রশ্ন-১৯. 'লাহোর প্রস্তাব' উত্থাপন করা হয় কেন? ব্যাখ্যা করো। ◘ *[জুনিয়র বৃত্তি পরীক্ষা, ২০২৫]*

উত্তর: ভারতের উত্তর-পশ্চিম ও পূর্বাঞ্চলে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলগুলো নিয়ে একাধিক স্বাধীন রাষ্ট্র গঠনের উদ্দেশ্যে লাহোর প্রস্তাব উত্থাপন করা হয়। ১৯৪০ সালে শেরেবাংলা এ. কে. ফজলুল হক এই প্রস্তাব উত্থাপন করেন। উপমহাদেশে মুসলমানদের জন্য পৃথক আবাসভূমি প্রতিষ্ঠা করাই ছিল লাহোর প্রস্তাবের মূলকথা।

প্রশ্ন-২০. শেরেবাংলা এ. কে. ফজলুল হক কোন প্রস্তাবনার জন্য বিখ্যাত? উক্ত প্রস্তাবে কী বলা হয়েছিল?

উত্তর: শেরেবাংলা এ. কে. ফজলুল হক লাহোর প্রস্তাবের জন্য বিখ্যাত। তিনি ১৯৪০ সালে লাহোরে এই প্রস্তাব উপস্থাপন করেন। উক্ত প্রস্তাবে ভারতের সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমান অধ্যুষিত এলাকাগুলো নিয়ে রাষ্ট্রসমূহ গঠনের কথা বলা হয়েছিল। এই প্রস্তাব এদেশের মানুষ ব্যাপকভাবে সমর্থন করে।

দ্বিতীয় অধ্যায় — ঔপনিবেশিক যুগের প্রত্নতাত্ত্বিক ঐতিহ্য

■ পাঠ-১: ঢাকা শহরের প্রত্ননিদর্শন

▶বোর্ড বই, পৃষ্ঠা-১৩

প্রশ্ন-২১. প্রত্নসম্পদ বলতে কী বোঝায়? ব্যাখ্যা করো। ◘ *[জুনিয়র বৃত্তি পরীক্ষা, ২০২৫]*

উত্তর: 'প্রত্ন' শব্দের অর্থ পুরানো। তাই প্রত্নসম্পদ হলো পুরোনো স্থাপত্য ও শিল্পকর্ম, মূর্তি বা ভাস্কর্য, অলংকার, প্রাচীন আমলের মুদ্রা ইত্যাদি। এককথায় সুদূর অতীতের সমাজ ও সভ্যতার পরিচয় বহন করে এমন যেকোনো বস্তুকেই 'প্রত্নসম্পদ' হিসেবে গণ্য করা হয়।

প্রশ্ন-২২. উনিশ শতকে তৈরি করা হয়েছে ঢাকার এমন চারটি মসজিদের নাম লেখো। ◘

উত্তর: উনিশ শতকে তৈরি করা হয়েছে ঢাকার এমন চারটি মসজিদ হলো— লালবাগ (হরনাথ ঘোষ রোড) মসজিদ, সূত্রাপুরের কলুটোলা জামে মসজিদ, বেচারাম দেউড়ি মসজিদ এবং সূত্রাপুরের সিতারা বেগম মসজিদ।

প্রশ্ন-২৩. কার্জন হল কোন আমলে এবং কেন নির্মিত হয়? *[ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ, মোমেনশাহী]*

উত্তর: কার্জন হল ইংরেজ আমলে নির্মিত হয়। ভবনটি ইংরেজ আমলে অফিস বাড়ি হিসেবে নির্মাণ করা হয়েছিল।

প্রশ্ন-২৪. ভিক্টোরিয়া পার্ক নির্মাণের আগে জায়গাটির নাম কী ছিল? এ নামের সাথে ভারতের কোন যুদ্ধের ইতিহাস জড়িয়ে আছে? *[নারায়ণগঞ্জ সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়]*

উত্তর: ভিক্টোরিয়া পার্ক নির্মাণের আগে জায়গাটির নাম ছিল 'আন্টাঘর ময়দান'। এ নামের সাথে জড়িয়ে আছে ১৮৫৭ সালের প্রথম ভারতীয় স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাস।

প্রশ্ন-২৫. ১৯৫৭ সালে ঢাকায় তৈরি স্মৃতিস্তম্ভটি কাদের স্মরণে তৈরি? ব্যাখ্যা করো। *[বোর্ড বইয়ের নমুনা প্রশ্ন নং-২]*

উত্তর: ১৯৫৭ সালে ঢাকায় তৈরি স্মৃতিস্তম্ভটি ১৮৫৭ সালের প্রথম ভারতীয় স্বাধীনতা যুদ্ধে জীবনদানকারী সৈনিকদের স্মরণে তৈরি। ১৮৫৭ সালে ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর এদেশীয় সৈন্যরা ইংরেজদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে স্বাধীনতা যুদ্ধ শুরু করেন। বিদ্রোহী সৈন্যদের যারা ঢাকার ইংরেজদের হাতে বন্দি হন তাদের আন্টাঘর ময়দানে গাছের সঙ্গে ঝুলিয়ে ফাঁসি দেয় ইংরেজরা। এ ঘটনার ঠিক একশো বছর পর ১৯৫৭ সালে স্বাধীনতার জন্য জীবনদানকারী সৈনিকদের স্মৃতি রক্ষার্থে এখানে একটি স্মৃতিস্তম্ভ নির্মিত হয়।

প্রশ্ন-২৬. রূপক বন্ধুদের সাথে বুড়িগঙ্গা নদীর তীরে অবস্থিত ঢাকার নবাবদের তৈরি একটি স্থাপত্য নিদর্শনে ঘুরতে গেলো। স্থাপত্য নিদর্শনটির নাম কী? ঢাকায় অবস্থিত এরূপ আরও একটি স্থাপত্য নিদর্শনের নাম লেখো।

উত্তর: রূপক বন্ধুদের সাথে ঢাকার নবাবদের তৈরি যে স্থাপত্য নিদর্শনে ঘুরতে গেলো তার নাম আহসান মঞ্জিল। ঢাকায় অবস্থিত এরূপ আরও একটি স্থাপত্য হলো— পুরানো ঢাকার রূপলাল হাউস।

■ পাঠ-২: ঢাকার বাইরের প্রত্ননিদর্শন

▶বোর্ড বই, পৃষ্ঠা-১৫

প্রশ্ন-২৭. সুলতানি আমলে বাংলার রাজধানী কোথায় ছিল? জায়গাটি বিখ্যাত ছিল কেন? ◘ *[জেলা সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়, ব্রাহ্মণবাড়িয়া]*

উত্তর: সুলতানি আমলে বাংলার রাজধানী ছিল সোনারগাঁও। সোনারগাঁও ঐ সময় মসলিন শাড়ির উৎপাদন ও ব্যবসাকেন্দ্র হিসেবে বিখ্যাত ছিল।

বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়

Visit Our Website: all.talukdaracademy.com.bd

Visit Our Website: all.talukdaracademy.com.bd

প্রশ্ন-২৮. পানাম নগরের স্থাপত্যশৈলীর বিশেষত্ব ব্যাখ্যা করো।

[বিন্দুবাসিনী সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়, টাঙ্গাইল]

উত্তর: পানাম নগরের ইমারতগুলো প্রধানত ইউরোপীয় স্থাপত্যরীতি অনুসরণ করে তৈরি করা হয়েছে। তবে এগুলোর নির্মাণকলায় মুঘল স্থাপত্যেরও প্রভাব লক্ষ করা যায়। অনেক ইমারতই রঙিন মোজাইক দিয়ে সাজানো হয়েছিল।

প্রশ্ন-২৯. সরদারবাড়ি কত সালে নির্মাণ করা হয়? এটির বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করো।

উত্তর: সরদার বাড়ির নির্মাণকাল ১৯০১ সাল। বাড়িটি তৈরি হয়েছে দুইটি বড়ো প্রাসাদকে নিয়ে। একটি করিডোর বা লম্বা বারান্দা দিয়ে প্রাসাদ দুইটি একে অপরের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। দোতলা এই বাড়িতে রয়েছে ৭০টি কক্ষ। রঙিন মোজাইকের নানা কারুকাজে শোভিত হয়েছে সরদারবাড়ি। সরদারবাড়ি বা বড়ো সরদারবাড়িতে এখন স্থাপিত হয়েছে লোকশিল্প জাদুঘর।

প্রশ্ন-৩০. দিঘাপতিয়ার জমিদার বাড়িটি বর্তমানে কী নামে পরিচিত? বাড়িটি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে কেন? ◘

উত্তর: দিঘাপতিয়ার জমিদার বাড়িটি বর্তমানে 'উত্তরা গণভবন' নামে পরিচিতি। বাড়িটি তার চমৎকার স্থাপত্যকর্মের জন্য সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

■ **পাঠ-৩: জাদুঘরে সংরক্ষিত প্রত্নসম্পদ** ▸*বোর্ড বই, পৃষ্ঠা-১৬*

প্রশ্ন-৩১. বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরে কী কী প্রত্নসম্পদ রয়েছে?

[বোর্ড বইয়ের নমুনা প্রশ্ন নং-৩]

উত্তর: বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরে সারা দেশের প্রত্মনিদর্শনের সঙ্গে বাংলার নবাব, জমিদার ও ইংরেজ শাসনকালের বেশকিছু প্রত্নসম্পদ রয়েছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে— দিনাজপুরের মহারাজার ব্যবহার করা দ্রব্য, হাতির দাঁতের কারুকাজ করা শিল্পদ্রব্য, বলধার জমিদার নরেন্দ্র নারায়ণ রায় চৌধুরীর সংগ্রহ থেকে আনা পোশাক, হাতির দাঁতের নানা কারুকাজ করা দ্রব্য ও ঢাল-তলোয়ার। এছাড়া এখানে নাটোরের দিঘাপতিয়ার জমিদার ও ঢাকার নওয়াবদের ব্যবহার করা কারুকার্যখচিত পোশাক ও জিনিসপত্র রয়েছে।

প্রশ্ন-৩২. ঐতিহাসিক স্থানগুলো আমাদের ভ্রমণ করা উচিত কেন? ◘

[বোর্ড বইয়ের নমুনা প্রশ্ন নং-৪]

উত্তর: পুরানো ইতিহাস ও ঐতিহ্য সম্পর্কে ধারণা লাভ করার জন্য আমাদের ঐতিহাসিক স্থানগুলো ভ্রমণ করা উচিত। ঐতিহাসিক স্থানগুলোতে সংরক্ষিত স্থাপত্য ও প্রত্নসম্পদের মাধ্যমে আমরা অতীত ইতিহাস, ঐতিহ্য, সাংস্কৃতিক অবস্থা ও জীবনযাত্রা সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করতে পারি। পাশাপাশি এসব স্থান ভ্রমণের মাধ্যমে দেশপ্রেম ও ইতিহাস সচেতনতা বৃদ্ধি পায়। তাই ঐতিহাসিক স্থানগুলো আমাদের ভ্রমণ করা উচিত।

তৃতীয় অধ্যায় — বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম

■ **পাঠ-১ ও ২: সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের পটভূমি; ৭ই মার্চের ভাষণ** ▸*বোর্ড বই, পৃষ্ঠা-২০ ও ২১*

প্রশ্ন-৩৩. ১৯৭০ সালের নির্বাচন পরবর্তী ঘটনাপ্রবাহ ব্যাখ্যা করো।

উত্তর: ১৯৭০ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ বিজয়ী হলেও তাদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর না করে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান ষড়যন্ত্র শুরু করেন। এ পরিস্থিতিতে আওয়ামী লীগ ১৯৭১ সালের মার্চের শুরু থেকে অসহযোগ আন্দোলন গড়ে তোলে। ফলে বাঙালির স্বাধীনতার প্রস্তুতি শুরু হয়।

প্রশ্ন-৩৪. স্বাধীন বাংলার প্রথম পতাকা কখন, কার নেতৃত্বে উত্তোলন করা হয়? ◘ *[ইসলামিক এডুকেশনাল ট্রাস্ট (আই.ই.টি) সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়, নারায়ণগঞ্জ]*

উত্তর: ১৯৭১ সালের ২রা মার্চ সকাল ১১টায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক বিশাল সমাবেশে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নেতা আ স ম আবদুর রবের নেতৃত্বে দেশের মানচিত্র খচিত স্বাধীন বাংলার প্রথম পতাকা উত্তোলন করা হয়।

■ **পাঠ-৩: ২৫শে মার্চের নারকীয় হত্যাযজ্ঞ** ▸*বোর্ড বই, পৃষ্ঠা-২২*

প্রশ্ন-৩৫. 'অপারেশন সার্চলাইট' কী? ব্যাখ্যা করো। ◘

[বোর্ড বইয়ের নমুনা প্রশ্ন নং-১]

উত্তর: পাকিস্তানি সেনারা ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ রাতে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে যে গণহত্যা চালিয়েছিল তার নাম দিয়েছিল 'অপারেশন সার্চলাইট'। এ অভিযানের মাধ্যমে ২৫শে মার্চ রাতে কেবল ঢাকাতেই ৭ থেকে ৮ হাজার নিরীহ মানুষকে হত্যা করা হয়।

■ **পাঠ-৪: স্বাধীনতার ঘোষণা** ▸*বোর্ড বই, পৃষ্ঠা-২৪*

প্রশ্ন-৩৬. স্বাধীনতার ঘোষণা কে ও কখন দিয়েছিলেন? ◘

[বোর্ড বইয়ের নমুনা প্রশ্ন নং-৩]

উত্তর: বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা দিয়েছিলেন শহিদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান (তৎকালীন মেজর)। তিনি ২৬শে মার্চ তারিখে চট্টগ্রামের কালুরঘাট বেতার কেন্দ্র থেকে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। এরপর তিনি ২৭শে মার্চ তারিখে শেখ মুজিবুর রহমানের পক্ষে পুনরায় স্বাধীনতার ঘোষণা দেন।

■ **পাঠ-৫: মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতি ও অস্থায়ী সরকার গঠন** ▸*বোর্ড বই, পৃষ্ঠা-২৫*

প্রশ্ন-৩৭. কাদের নিয়ে মুজিবনগর সরকার গঠিত হয়েছিল?

[বোর্ড বইয়ের নমুনা প্রশ্ন নং-২]

উত্তর: রাজনৈতিক নেতাদের নিয়ে মুজিবনগর সরকার গঠিত হয়েছিল। এ সরকারের রাষ্ট্রপতি ও পদাধিকার বলে সশস্ত্র বাহিনীর সর্বাধিনায়ক ছিলেন শেখ মুজিবুর রহমান। উপ-রাষ্ট্রপতি (শেখ মুজিবুর রহমানের অনুপস্থিতিতে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি ও সশস্ত্র বাহিনীর সর্বাধিনায়ক) ছিলেন সৈয়দ নজরুল ইসলাম। প্রধানমন্ত্রী ছিলেন তাজউদ্দীন আহমদ। অর্থমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেছেন এম. মনসুর আলী। স্বরাষ্ট্র, ত্রাণ ও পুনর্বাসন মন্ত্রী ছিলেন এএইচএম কামারুজ্জামান। এছাড়া খন্দকার মোশতাক আহমেদ পররাষ্ট্র ও আইনমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

প্রশ্ন-৩৮. মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে মুজিবনগর সরকারের গৃহীত দুইটি পদক্ষেপ উল্লেখ করো। ◘ *[নারায়ণগঞ্জ সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়]*

উত্তর: মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে মুজিবনগর সরকারের গৃহীত দুইটি পদক্ষেপ হলো—

১. মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে মুজিবনগর সরকারের প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ বাংলাদেশকে ১১টি প্রশাসনিক অঞ্চলে ভাগ করেন।
২. জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদের নেতৃত্বে আট সদস্য বিশিষ্ট উপদেষ্টা পরিষদ গঠন করা হয়েছিল।

■ **পাঠ-৬: মুক্তিবাহিনী গঠন ও কার্যক্রম** ▸*বোর্ড বই, পৃষ্ঠা-২৫*

প্রশ্ন-৩৯. মুক্তিফৌজ বলতে কী বোঝায়? ব্যাখ্যা করো।

উত্তর: 'মুক্তিফৌজ' বলতে মুক্তিযুদ্ধকালে বাংলাদেশ সরকারের গঠিত নিয়মিত বাহিনীকে বোঝায়। মুক্তিযুদ্ধের সময় ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের ইউনিটগুলোর বাঙালি সৈন্যদের নিয়ে বাংলাদেশ সরকার নিয়মিত বাহিনী গঠন করে। সরকারিভাবে এদের নাম দেওয়া হয় এম. এফ. বা মুক্তিফৌজ।

প্রশ্ন-৪০. গণবাহিনী বা অনিয়মিত বাহিনীর পরিচয় বর্ণনা করো।

[রাজউক উত্তরা মডেল কলেজ, ঢাকা]

উত্তর: বিভিন্ন সেক্টরের অধীনে ছাত্র, যুবক, শ্রমিক, কৃষক ও সকল পর্যায়ের মুক্তিযোদ্ধাদের নিয়ে অনিয়মিত বাহিনী গঠিত হয়। এ বাহিনীর সরকারি নাম ছিল 'গণবাহিনী' বা এফ.এফ. (ফ্রিডম ফাইটার বা মুক্তিযোদ্ধা)।

প্রশ্ন-৪১. 'অপারেশন জ্যাকপট' কী? ব্যাখ্যা করো। ◘

উত্তর: মুক্তিযুদ্ধের সময় বাঙালি নৌ-কমান্ডো বাহিনীর প্রথম অভিযানের সাংকেতিক নাম হচ্ছে 'অপারেশন জ্যাকপট'। ১৯৭১ সালের ১৫ই আগস্ট প্রথম প্রহরে ১০ নম্বর সেক্টরের অধীনে চট্টগ্রাম ও মোংলা সমুদ্রবন্দর এবং চাঁদপুর ও নারায়ণগঞ্জ নদীবন্দরে একই সময়ে এ অভিযান পরিচালিত হয়। সফল এ অভিযানে নৌকমান্ডোরা পাকিস্তান ও আরও কয়েকটি দেশ থেকে আসা অস্ত্র, খাদ্য ও তেলবাহী ২৬টি জাহাজ ধ্বংস করেছিলেন।

প্রশ্ন-৪২. মুক্তিযুদ্ধের সময় বাংলাদেশকে কয়টি সেক্টরে ভাগ করা হয়েছিল? দশ নম্বর সেক্টরের অন্তর্ভুক্ত অঞ্চলগুলোর নাম লেখো।

[ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজ]

উত্তর: মুক্তিযুদ্ধের সময় যুদ্ধ পরিচালনার সুবিধার্থে বাংলাদেশকে ১১টি সেক্টরে ভাগ করা হয়েছিল। মুক্তিযুদ্ধকালীন দশ নম্বর সেক্টরের অধীনে ছিল নৌ কমান্ডো, সমুদ্র উপকূলীয় অঞ্চল ও অভ্যন্তরীণ নৌপথ।

Visit Our Website: all.talukdaracademy.com.bd

Visit Our Website: all.talukdaracademy.com.bd

প্রশ্ন-৪৩. মুক্তিযুদ্ধে নারীদের ভূমিকা ব্যাখ্যা করো।

[আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, মতিঝিল, ঢাকা; ময়মনসিংহ জিলা স্কুল]

উত্তর: বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে নারীদের সরাসরি সম্পৃক্ততা ছিল। নারীরা খাদ্য সরবরাহ ছাড়াও মুক্তিযোদ্ধাদের আশ্রয় দিয়ে, অস্ত্র লুকিয়ে রেখে, তথ্য দিয়ে, সংগঠক হিসেবে, সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে অনুপ্রেরণা দিয়ে মুক্তিযুদ্ধে অবদান রাখেন।

প্রশ্ন-৪৪. মুক্তিযুদ্ধে অসামান্য অবদানের জন্য 'বীরপ্রতীক' খেতাবে ভূষিত হয়েছেন এমন দুইজন নারীর নাম লেখো।

[ইসলামিক এডুকেশনাল ট্রাস্ট (আই.ই.টি) সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়, নারায়ণগঞ্জ]

উত্তর: মুক্তিযুদ্ধে অসামান্য অবদানের জন্য 'বীরপ্রতীক' খেতাবে ভূষিত হয়েছেন এমন দুইজন নারী হলেন—

১. বীর মুক্তিযোদ্ধা তারামন বিবি এবং
২. বীর মুক্তিযোদ্ধা ডা. সিতারা বেগম।

■ পাঠ-৭ ও ৮: মুক্তিযুদ্ধে বিরোধী শক্তি; মুক্তিযুদ্ধে দেশি ও বিদেশি সহযোগিতা

▶ বোর্ড বই, পৃষ্ঠা-২৮

প্রশ্ন-৪৫. মুক্তিযুদ্ধের বিরোধী শক্তির পরিচয় বর্ণনা করো।

উত্তর: মুক্তিযুদ্ধকালীন এদেশের মানুষের একটি ক্ষুদ্রাংশ মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা ও দেশবাসীর স্বার্থের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল। এদেরকে নিয়ে শান্তি কমিটি, রাজাকার, আলবদর, আল শামস প্রভৃতি সংগঠন গড়ে উঠেছিল।

প্রশ্ন-৪৬. মুক্তিযুদ্ধের প্রথম দিকে বাংলাদেশ সরকার কোথায় বাংলাদেশের মিশন স্থাপন করে? পরবর্তীকালে আর কোথায় কোথায় বাংলাদেশ মিশন স্থাপন করা হয়?

উত্তর: মুক্তিযুদ্ধের প্রথম দিকেই বাংলাদেশ সরকার (মুজিবনগর সরকার) দিল্লি ও কলকাতায় বাংলাদেশের দুটি মিশন স্থাপন করে। পরবর্তীকালে ওয়াশিংটন, নিউইয়র্ক ও লন্ডনে বাংলাদেশ মিশন স্থাপন করা হয়।

প্রশ্ন-৪৭. 'কনসার্ট ফর বাংলাদেশ' কী এবং এর উদ্দেশ্য লেখো।

[ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ, মোমেনশাহী]

উত্তর: 'কনসার্ট ফর বাংলাদেশ' হলো ভারতের খ্যাতিমান সেতার শিল্পী পণ্ডিত রবি শঙ্করের উদ্যোগে নিউইয়র্কে অনুষ্ঠিত একটি সংগীতানুষ্ঠান। এতে যুক্তরাজ্যের শিল্পী জর্জ হ্যারিসনসহ অনেকে অংশগ্রহণ করেছিলেন। মুক্তিযুদ্ধকে সমর্থন এবং শরণার্থীদের সাহায্য করা ছিল এ অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্য।

প্রশ্ন-৪৮. মুক্তিযুদ্ধে সোভিয়েত ইউনিয়ন কাদের পক্ষে ছিল? উক্ত পক্ষের হয়ে দেশটির একটি পদক্ষেপ লেখো।

উত্তর: সোভিয়েত ইউনিয়ন প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে ভূমিকা রেখেছিল। এ বিষয়ে দেশটির একটি পদক্ষেপ হলো— সোভিয়েত প্রেসিডেন্ট পদগর্নি বাংলাদেশে গণহত্যা বন্ধ করার জন্য প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়াকে চিঠি দেন।

প্রশ্ন-৪৯. সাইমন ড্রিং কোন পেশায় কর্মরত ছিলেন? তার পেশার লোকেরা মুক্তিযুদ্ধের সময় বাংলাদেশকে সাহায্য করেছিলেন কীভাবে?

[আঞ্জুমান আদর্শ সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়, নেত্রকোণা]

উত্তর: সাইমন ড্রিং সাংবাদিকতা পেশায় কর্মরত ছিলেন। তার মতো বিদেশি সাংবাদিকরা ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ অপারেশন সার্চলাইট শুরু হওয়ার সময় থেকে পাকিস্তানিদের গণহত্যা ও ধ্বংসযজ্ঞের তথ্য সংগ্রহ করতে শুরু করেন। তাঁরাই প্রথম বহির্বিশ্বে বাংলাদেশে পাকিস্তানি বাহিনীর গণহত্যা ও বর্বরতার খবর ছড়িয়ে দেন।

■ পাঠ-৯: যৌথবাহিনীর নেতৃত্বে চূড়ান্ত যুদ্ধ

▶ বোর্ড বই, পৃষ্ঠা-৩১

প্রশ্ন-৫০. মুক্তিযুদ্ধের সময় যৌথবাহিনী গঠন করা হয় কেন?

[ইঞ্জিনিয়ারিং ইউনিভার্সিটি স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা]

উত্তর: পাকিস্তানি বাহিনীর ওপর আক্রমণ সুদৃঢ় করার জন্য বাংলাদেশ ও ভারত সরকারের সমন্বয়ে 'যৌথবাহিনী' গঠন করা হয়েছিল। ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে বাঙালি গেরিলা যোদ্ধারা দেশের অভ্যন্তরে পাকিস্তানি বাহিনীর ওপর ব্যাপক আক্রমণ চালায়। এ আক্রমণকে আরও গতিশীল ও দৃঢ় করতে ২১শে নভেম্বর মুক্তিবাহিনী ও মিত্রবাহিনীর সমন্বয়ে 'যৌথবাহিনী' গঠিত হয়।

■ পাঠ-১০: গণহত্যা ও নির্যাতন

▶ বোর্ড বই, পৃষ্ঠা-৩২

প্রশ্ন-৫১. ২৫শে মার্চ মধ্যরাতে পাকিস্তানি বাহিনী বাংলার কোন কোন স্থানে গণহত্যা চালায়?

উত্তর: ২৫শে মার্চ মধ্যরাতে পাকিস্তানি বাহিনী সেনানিবাস, ইপিআর দপ্তর, পুলিশ লাইন্স ও আনসার ব্যারাকে হামলা চালিয়ে বাঙালি সদস্যদের হত্যা ও বন্দি করতে শুরু করে। এছাড়াও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় ও তাঁতিবাজারসহ ঢাকা শহরের বিভিন্ন স্থানে গণহত্যা চালায় ও বাড়িঘরে আগুন ধরিয়ে দেয়।

■ পাঠ-১১: পাকিস্তানি বাহিনীর আত্মসমর্পণ

▶ বোর্ড বই, পৃষ্ঠা-৩৩

প্রশ্ন-৫২. পাকিস্তানি বাহিনী কখন এবং কাদের কাছে আত্মসমর্পণ করেছিল?

উত্তর: পাকিস্তানি বাহিনী ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর মুক্তিবাহিনী ও মিত্রবাহিনী নিয়ে গঠিত যৌথবাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করে। আত্মসমর্পণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন যৌথবাহিনীর কমান্ডার লে. জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরা এবং মুজিবনগর সরকারের প্রতিনিধি মুক্তিবাহিনীর উপ-প্রধান সেনাপতি গ্রুপ ক্যাপ্টেন এ. কে. খন্দকার।

■ পাঠ-১২: বাংলাদেশে গণতান্ত্রিক অভিযাত্রায় গণঅভ্যুত্থান।

▶ বোর্ড বই, পৃষ্ঠা-৩৪

প্রশ্ন-৫৩. জুলাই অভ্যুত্থানের দুটি প্রধান কারণ লেখো।

উত্তর: জুলাই অভ্যুত্থানের দুটি প্রধান কারণ হলো—

১. সরকারি চাকরিতে বৈষম্যমূলক কোটাপ্রথা।
২. জনগণের ভোটাধিকার হরণ ও গণতন্ত্রের অনুপস্থিতি।

প্রশ্ন-৫৪. জুলাই গণঅভ্যুত্থান পরবর্তী তোমার প্রত্যাশা কী?

[বোর্ড বইয়ের নমুনা প্রশ্ন নং-৪]

উত্তর: জুলাই গণঅভ্যুত্থান পরবর্তী আমার প্রত্যাশা একটি বৈষম্যহীন ও গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ দেখা। এ সময়ে আমি এমন একটি বাংলাদেশ দেখতে চাই, যেখানে সকল ধর্ম, বর্ণ, চিন্তার মানুষ নিরাপদে বাস করতে পারবে। আমি প্রত্যাশা করি এমন বাংলাদেশের, যেখানে ভিন্ন চিন্তা ও রাজনৈতিক অবস্থানের কারণে কাউকে নিপীড়নের শিকার হতে হবে না। সবাই গণতান্ত্রিক উপায়ে নিশ্চিন্তে নিজের অবস্থান ঘোষণা করতে পারবে।

চতুর্থ অধ্যায় — বাংলাদেশের অর্থনীতি

■ পাঠ-১: মোট দেশজ উৎপাদন

▶ বোর্ড বই, পৃষ্ঠা-৩৮

প্রশ্ন-৫৫. মোট জাতীয় উৎপাদন কী? ব্যাখ্যা করো। *[বীরশ্রেষ্ঠ নূর মোহাম্মদ পাবলিক কলেজ; বিসিআইসি কলেজ, ঢাকা; বিন্দুবাসিনী সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়, টাঙ্গাইল]*

উত্তর: একটি দেশের নাগরিকরা নির্দিষ্ট সময়ে (সাধারণত এক বছর) যে সকল দ্রব্য ও সেবা উৎপাদন করে তার মোট আর্থিক মূল্য হচ্ছে মোট জাতীয় উৎপাদন। একজন নাগরিক নিজ দেশসহ বিশ্বের যেখানেই চাকরি বা ব্যবসা করুক না কেন যখন তার অর্জিত আয় দেশের অর্থনীতিতে যুক্ত হয় তখন তা মোট জাতীয় উৎপাদন হিসেবে বিবেচিত হবে।

প্রশ্ন-৫৬. জিডিপি ও জিএনপি-এর পার্থক্য ব্যাখ্যা করো।

উত্তর: একটি দেশের অভ্যন্তরে দেশি বা বিদেশি নাগরিকদের দ্বারা প্রতি বছর উৎপাদিত সকল দ্রব্য ও সেবার মোট আর্থিক মূল্য হচ্ছে জিডিপি বা মোট দেশজ উৎপাদন। অন্যদিকে একটি দেশের নাগরিকরা সাধারণত এক বছরে যেসব দ্রব্য ও সেবা উৎপাদন করে তার মোট আর্থিক মূল্য হচ্ছে জিএনপি বা মোট জাতীয় উৎপাদন। জিডিপি হিসাব করা হয় একটি দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক সামর্থ্য বোঝার জন্য। অপরপক্ষে নাগরিকদের অর্থনৈতিক অবদান বোঝার জন্য হিসাব করা হয় জিএনপি।

Talukdar Academy
Visit Our Website: all.talukdaracademy.com.bd

Visit Our Website: all.talukdaracademy.com.bd

প্রশ্ন-৫৭. মাথাপিছু আয় হিসাব করা হয় কীভাবে? *[রাজধানী কামিনী কিশোর মৌলিক সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়, নরসিংদী; বিন্দুবাসিনী সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়, টাঙ্গাইল]*

উত্তর: কোনো দেশের মোট জাতীয় আয়কে সেই দেশের মোট জনসংখ্যা দ্বারা ভাগ করলে মাথাপিছু আয় পাওয়া যায়। মনে করি, একটি দেশে ২০১৫ সালে মোট জনসংখ্যা ছিল ১৫ কোটি এবং মোট জাতীয় উৎপাদন বা আয় ছিল ৭৫০০ কোটি মার্কিন ডলার। তাহলে,

$$\text{মাথাপিছু আয়} = \frac{\text{কোনো নির্দিষ্ট বছরের মোট জাতীয় আয়}}{\text{ঐ বছরের মোট জনসংখ্যা}}$$

$$= \frac{\text{৭৫০০ কোটি মার্কিন ডলার}}{\text{১৫ কোটি}}$$

$$= \text{৫০০ মার্কিন ডলার}$$

অতএব, ২০১৫ সালে দেশটির মাথাপিছু আয় ছিল ৫০০ মার্কিন ডলার।

প্রশ্ন-৫৮. মাথাপিছু আয় কীভাবে জীবনযাত্রার মানকে প্রভাবিত করে? ব্যাখ্যা করো। *[বোর্ড বইয়ের নমুনা প্রশ্ন নং-৪]*

উত্তর: একটি দেশের মোট জাতীয় আয়কে সেদেশের মোট জনসংখ্যা দ্বারা ভাগ করলে মাথাপিছু আয় পাওয়া যায়। মাথাপিছু আয়ের মাধ্যমে মানুষের সার্বিক জীবনযাত্রার মান নির্ধারণ করা হয়। যে দেশের মাথাপিছু আয় যত বেশি সে দেশের জনগণের জীবনযাত্রার মান ততো উন্নত এবং অর্থনীতি ততো বেশি সমৃদ্ধ। আবার যে দেশের মাথাপিছু আয় কম সেদেশের জনগণের জীবনযাত্রার মানও কম।

■ পাঠ-২: বাংলাদেশের দেশজ উৎপাদনে বিভিন্ন খাতের অবদান

▶ বোর্ড বই, পৃষ্ঠা-৪১

প্রশ্ন-৫৯. আমাদের কৃষিখাতকে উন্নত করা প্রয়োজন কেন?

উত্তর: আমাদের দেশের অর্থনীতি প্রধানত কৃষির ওপর নির্ভরশীল। কৃষিখাতের উন্নতি হলে দেশের উৎপাদন বাড়বে। এতে দারিদ্র্য হ্রাস পাবে, মানুষের ক্রয়ক্ষমতা বাড়বে, কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে, বেকারত্ব হ্রাস পাবে। এর ফলে মানুষের জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধির সাথে সাথে দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নও ঘটবে। তাই আমাদের কৃষিখাতকে উন্নত করা জরুরি।

প্রশ্ন-৬০. একটি দেশের জাতীয় উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করা যায় কীভাবে? ব্যাখ্যা করো।

উত্তর: কৃষি, শিল্প, যোগাযোগ, সেবা প্রভৃতি খাতের উন্নয়নে প্রযুক্তির বিকাশকে কাজ লাগিয়ে সহজেই একটি দেশের জাতীয় উন্নয়নকে ত্বরান্বিত ও জাতীয় আয় বৃদ্ধি করা যায়। সুষ্ঠু পরিকল্পনার মাধ্যমে বিভিন্ন খাতের উন্নয়নের মধ্যে সমন্বয় ও আয়ের ভারসাম্য রাখা গেলে তা জীবনমানের উন্নয়নেও সহায়ক হবে।

■ পাঠ-৩: বাংলাদেশে মানব উন্নয়ন

▶ বোর্ড বই, পৃষ্ঠা-৪২

প্রশ্ন-৬১. কীভাবে জনসংখ্যাকে মানব সম্পদে রূপান্তর করা যায়? ব্যাখ্যা করো। *[বোর্ড বইয়ের নমুনা প্রশ্ন নং-২]*

উত্তর: উপযুক্ত শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, বাসস্থান, চিকিৎসা, খাদ্যের সংস্থান ও কর্মসংস্থানের মাধ্যমে জনসংখ্যাকে মানব সম্পদে রূপান্তর করা যায়। জনসংখ্যাকে মানব সম্পদে রূপান্তর করার জন্য তাই দেশের সকল মানুষকে তাদের যোগ্যতা অনুযায়ী শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের সুযোগ সৃষ্টি করে দিতে হবে।

প্রশ্ন-৬২. 'দারিদ্র্যের দুষ্টচক্র' বলতে কী বোঝ? ব্যাখ্যা করো। *[বোর্ড বইয়ের নমুনা প্রশ্ন নং-৩]*

উত্তর: দারিদ্র্যের চক্রাকার আবর্তনকে দারিদ্র্যের দুষ্টচক্র বলে। যেমন— দরিদ্র লোকের পর্যাপ্ত খাদ্য থাকে না বলে দুর্বল স্বাস্থ্যের অধিকারী হয়। তাই এরা কাজ পায় না বা করতে পারে না। ফলে আয় কম হয়। কম আয়ের কারণে সঞ্চয় কম হয়। সঞ্চয় কম হলে মূলধন কম হয়। ফলে বিনিয়োগও কম হয়। বিনিয়োগ কম হলে নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয় না। তাই অনেক লোক কাজের অভাবে দরিদ্রই থেকে যায়।

প্রশ্ন-৬৩. মানব সম্পদ উন্নয়নে বাংলাদেশের অবস্থান সন্তোষজনক নয় কেন? ব্যাখ্যা করো।

উত্তর: বিপুল জনসংখ্যা এবং দারিদ্র্যের দুষ্টচক্রের জন্য মানব সম্পদ উন্নয়নে বাংলাদেশের অবস্থান সন্তোষজনক নয়। বাংলাদেশে জনসংখ্যা স্বাভাবিকের তুলনায় অনেক বেশি হওয়ায় সবার জন্য স্বাস্থ্য, শিক্ষা, চিকিৎসা, বাসস্থান প্রভৃতি নিশ্চিত করা অত্যন্ত কঠিন হয়ে পড়েছে। ফলে সকলের দক্ষতা বৃদ্ধি করে কর্মসংস্থান নিশ্চিত করাও অনেক কঠিন। আবার দারিদ্র্যের দুষ্টচক্রের কারণে অনেক মানুষ তাদের সন্তানদের শিক্ষা ও খাদ্যের যোগান দিতে পারছে না। ফলে তারা জনসম্পদে পরিণত হয়ে উঠতে পারছে না। আর এসব কারণেই মানব সম্পদ উন্নয়নে বাংলাদেশের অবস্থান সন্তোষজনক নয়।

■ পাঠ-৪: মানব উন্নয়ন সূচক

▶ বোর্ড বই, পৃষ্ঠা-৪৩

প্রশ্ন-৬৪. মানব উন্নয়ন সূচক বলতে কী বোঝায়? *[মিরপুর ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ; নবাব ফয়জুন্নেছা সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, কুমিল্লা]*

উত্তর: একটি দেশের মানুষের জীবনযাত্রার মান কেমন তা বোঝার জন্য ব্যবহৃত পদ্ধতি হচ্ছে 'মানব উন্নয়ন সূচক'। কয়েকটি উল্লেখযোগ্য সূচক হচ্ছে— গড় আয়, গড় সামাজিক অসমতা, প্রসবকালীন মৃত্যুর হার, বেকারত্বের হার, দারিদ্র্যের হার, শিশুশ্রমের হার, বাল্যবিবাহের হার, সাক্ষরতার হার প্রভৃতি।

■ পাঠ-৫: বাংলাদেশ ও উন্নয়নশীল কয়েকটি দেশের তুলনা

▶ বোর্ড বই, পৃষ্ঠা-৪৫

প্রশ্ন-৬৫. কীসের ভিত্তিতে একটি দেশের মানব উন্নয়ন পরিস্থিতি নির্ণয় করা হয়? ব্যাখ্যা করো।

উত্তর: একটি দেশের মানব উন্নয়ন পরিস্থিতি নির্ণয় করার কতগুলো ধাপ আছে। এগুলো হলো— মাথাপিছু আয়, ছেলেমেয়ে নির্বিশেষে স্কুলে ভর্তির হার, ১৫ বছরের অধিক বয়সের সাক্ষরতার হার, সঞ্চয়ের হার, চিকিৎসা খরচ, বসতির হার, ভোগ্যপণ্য ব্যবহারের খরচ, বেকারের হার, শিক্ষা খরচ, মাথাপিছু জাতীয় আয় (জিএনআই) ও প্রতিদিন ১.২৫ ডলারের নিচে জীবিকা নির্বাহকারী মানুষের সংখ্যা, জন্ম ও শিশু মৃত্যুর হার ইত্যাদি।

■ পাঠ-৬: প্রবাসী আয় বা রেমিটেন্স

▶ বোর্ড বই, পৃষ্ঠা-৪৬

প্রশ্ন-৬৬. রেমিটেন্স বলতে কী বোঝ? *[বীরশ্রেষ্ঠ নূর মোহাম্মদ পাবলিক কলেজ, ঢাকা; বনানী বিদ্যানিকেতন, ঢাকা; রাজধানী কামিনী কিশোর মৌলিক সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়, নরসিংদী]*

উত্তর: বিদেশে কর্মরত নাগরিকদের স্বদেশে প্রেরিত অর্থকে রেমিটেন্স বলে। রেমিটেন্সের অর্থ কেবল পরিবারের প্রয়োজন মেটানোর পাশাপাশি তাদের জীবনযাত্রার মান বাড়ায় না, বরং এটি নানা ক্ষেত্রে বিনিয়োগ হয়ে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। বর্তমানে বাংলাদেশের জাতীয় আয়ের একটি বড়ো অংশ আসছে প্রবাসীদের প্রেরিত রেমিটেন্স থেকে।

প্রশ্ন-৬৭. রেমিটেন্স-এর গুরুত্ব ব্যাখ্যা করো। *[আঞ্জুমান আদর্শ সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়, নেত্রকোণা]*

উত্তর: বিদেশে কর্মরত নাগরিকদের স্বদেশে প্রেরিত অর্থকে রেমিটেন্স বলে। রেমিটেন্সের অর্থ কেবল পরিবারের প্রয়োজন মেটানোর পাশাপাশি তাদের জীবনযাত্রার মান বাড়ায় না, পাশাপাশি এটি নানা ক্ষেত্রে বিনিয়োগ হয়ে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। বর্তমানে বাংলাদেশের জাতীয় আয়ের একটি বড়ো অংশ আসছে প্রবাসীদের প্রেরিত রেমিটেন্স থেকে।

Visit Our Website: all.talukdaracademy.com.bd

Visit Our Website: all.talukdaracademy.com.bd

পঞ্চম অধ্যায় বাংলাদেশ: রাষ্ট্র ও সরকার ব্যবস্থা

■ পাঠ-১ ও ২: সরকারের শ্রেণিবিভাগ; বাংলাদেশের সরকার পদ্ধতি
▸বোর্ড বই, পৃষ্ঠা-৪৯ ও ৫০

প্রশ্ন-৬৮. 'জনগণই সকল ক্ষমতার উৎস'— উক্তিটি কোন ধরনের সরকার ব্যবস্থার জন্য প্রযোজ্য? এ সম্পর্কে দুটি বাক্য লেখো। *[আঞ্জুমান আদর্শ সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়, নেত্রকোণা]*

উত্তর: উক্তিটি গণতান্ত্রিক সরকার ব্যবস্থার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। গণতন্ত্রে সার্বভৌম ক্ষমতা জনগণের হাতে ন্যস্ত থাকে এবং জনগণই তাদের পছন্দের রাজনৈতিক দল বা ব্যক্তিদের ভোট দিয়ে জয়যুক্ত করে। এ ধরনের সরকার ব্যবস্থায় নির্বাচিত প্রতিনিধিরা সরকার গঠন ও রাষ্ট্র পরিচালনা করে।

প্রশ্ন-৬৯. গণতন্ত্র বলতে কী বোঝ? ব্যাখ্যা করো। *[শেরপুর সরকারি ভিক্টোরিয়া একাডেমী]*

উত্তর: গণতন্ত্র বলতে এমন এক শাসন ব্যবস্থাকে বোঝায় যেখানে রাষ্ট্রের সকল কাজে জনগণের অংশগ্রহণের নিশ্চয়তা থাকে। গণতন্ত্রে সার্বভৌম ক্ষমতা জনগণের হাতে ন্যস্ত থাকে এবং জনগণই সকল ক্ষমতার উৎস।

প্রশ্ন-৭০. এককেন্দ্রিক সরকার বলতে কী বোঝ? *[কুমিল্লা জিলা স্কুল]*

উত্তর: যে সরকার ব্যবস্থায় কেন্দ্রের হাতে ক্ষমতা ন্যস্ত থাকে তাকে এককেন্দ্রিক সরকার বলে। এই ব্যবস্থায় প্রাদেশিক বা আঞ্চলিক সরকারগুলো কোনো স্বাধীন ক্ষমতা ভোগ করে না, বরং কেন্দ্রের নির্দেশনা অনুযায়ী দেশ পরিচালনা করে।

প্রশ্ন-৭১. বাংলাদেশের সরকার পদ্ধতি কীরূপ? ব্যাখ্যা করো। *[মতিঝিল সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়, ঢাকা]*

উত্তর: বাংলাদেশ একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র। এখানে প্রজাতান্ত্রিক সরকার বিদ্যমান। এর কোনো প্রদেশ নেই, কেন্দ্র থেকে শাসনকাজ পরিচালিত হয়। বাংলাদেশে সংসদীয় তথা মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকার ব্যবস্থা বিদ্যমান।

■ পাঠ-৩: বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় মূলনীতি
▸বোর্ড বই, পৃষ্ঠা-৫১

প্রশ্ন-৭২. বাংলাদেশের রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি কয়টি? সেগুলো উল্লেখ করো। *[গভ. মডেল গার্লস হাই স্কুল, ব্রাহ্মণবাড়িয়া]*

উত্তর: বাংলাদেশের রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি চারটি। এগুলো হলো— ১. জাতীয়তাবাদ; ২. সমাজতন্ত্র; ৩. গণতন্ত্র ও ৪. ধর্মনিরপেক্ষতা।

প্রশ্ন-৭৩. সমাজতন্ত্রের মূল লক্ষ্য কী? এটিকে কেন বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় মূলনীতি হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে?

উত্তর: অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সমতা আনার মাধ্যমে সবার জন্য সমান সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করাই হলো সমাজতন্ত্রের মূল লক্ষ্য। শোষণমুক্ত, ন্যায়ভিত্তিক ও সমতাভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে সমাজতন্ত্রকে বাংলাদেশের একটি রাষ্ট্রীয় মূলনীতি হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে।

■ পাঠ-৪: বাংলাদেশের সংবিধানের প্রধান বৈশিষ্ট্য
▸বোর্ড বই, পৃষ্ঠা-৫২

প্রশ্ন-৭৪. বাংলাদেশের সংবিধানের ২টি বৈশিষ্ট্য লেখো। *[নওয়াব ফয়জুন্নেছা সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়]*

উত্তর: বাংলাদেশের সংবিধানের ২টি বৈশিষ্ট্য হলো— ১. সংসদীয় পদ্ধতির সরকার এবং ২. লিখিত সংবিধান।

প্রশ্ন-৭৫. সংবিধানকে রাষ্ট্র পরিচালনার মূল দলিল বলা হয় কেন? *[বোর্ড বইয়ের নমুনা প্রশ্ন নং-৩]*

উত্তর: সংবিধান অনুযায়ী রাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থা পরিচালিত হয় বলে সংবিধানকে রাষ্ট্র পরিচালনার মূল দলিল বলা হয়। সরকার কী ধরনের হবে, নাগরিক হিসেবে আমরা কী অধিকার ভোগ করব, সরকারের বিভিন্ন বিভাগ কী ক্ষমতা ভোগ করবে তার সবকিছুই সংবিধানে লিপিবদ্ধ থাকে। এজন্যই সংবিধানকে রাষ্ট্র পরিচালনার মূল দলিল বলা হয়।

প্রশ্ন-৭৬. 'জনগণের সার্বভৌমত্ব' বলতে কী বোঝায়? *[বোর্ড বইয়ের নমুনা প্রশ্ন নং-২]*

উত্তর: জনগণের সার্বভৌমত্ব বলতে রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ ক্ষমতা জনগণের হাতে ন্যস্ত থাকাকে বোঝায়। গণতন্ত্রে সার্বভৌম ক্ষমতা জনগণের হাতে ন্যস্ত থাকে এবং পছন্দের রাজনৈতিক দল বা ব্যক্তিদের ভোট দিয়ে জয়যুক্ত করে। আবার নির্বাচিত প্রতিনিধিরা জনস্বার্থবিরোধী কাজ করলে জনগণই ভোটের মাধ্যমে তাদের পরাজিত করে।

প্রশ্ন-৭৭. বাংলাদেশ সংবিধানের সংশোধন পদ্ধতি লেখো। *[ময়মনসিংহ জিলা স্কুল]*

উত্তর: বাংলাদেশ সংবিধানের সংশোধন পদ্ধতি সংসদ সদস্যদের মতামতের ভিত্তিতে হয়ে থাকে। সংসদ সদস্যদের মোট সংখ্যার দুই-তৃতীয়াংশের ভোটে সংবিধান সংশোধন করা যাবে।

■ পাঠ-৫: বাংলাদেশ সরকারের বিভিন্ন অঙ্গ ও কাজ
▸বোর্ড বই, পৃষ্ঠা-৫৪

প্রশ্ন-৭৮. সরকারকে রাষ্ট্রের মূল চালিকাশক্তি বলা হয় কেন? *[বোর্ড বইয়ের নমুনা প্রশ্ন নং-১]*

উত্তর: রাষ্ট্রের অপরিহার্য চারটি মৌলিক উপাদানের একটি হচ্ছে সরকার। এটি রাষ্ট্রের মূল চালিকাশক্তি। ইঞ্জিন ছাড়া যেমন গাড়ি চলতে পারে না, তেমনি সরকার ছাড়া রাষ্ট্র চলে না। রাষ্ট্র পরিচালনার সকল কাজ সরকারের মাধ্যমে সম্পাদিত হয়। এজন্য সরকারকে রাষ্ট্রের মূল চালিকাশক্তি বলা হয়।

প্রশ্ন-৭৯. জাতীয় সংসদের যেকোনো দুটি কাজ লেখো।

উত্তর: জাতীয় সংসদের দুটি কাজ হলো—
১. রাষ্ট্রের সাধারণ আইন তৈরি ও পরিবর্তন করা
২. সংবিধান প্রণয়ন ও সংশোধন করা।

প্রশ্ন-৮০. বিচারবিভাগের দুটি উল্লেখযোগ্য কাজ লেখো।

উত্তর: বিচারবিভাগের দুটি উল্লেখযোগ্য কাজ হলো—
১. দুষ্টের দমন, অপরাধীর শাস্তি বিধান ও ন্যায় প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে নাগরিক জীবনকে সুন্দর ও সহজ করে তোলে।
২. বিভিন্ন দেওয়ানি ও ফৌজদারি মামলা-মোকদ্দমার মীমাংসামূলক রায় দেয়।

■ পাঠ-৬: স্থানীয় সরকার কাঠামো ও কার্যাবলি
▸বোর্ড বই, পৃষ্ঠা-৫৬

প্রশ্ন-৮১. বাংলাদেশের স্থানীয় সরকার কাঠামো লেখো। *[বিন্দুবাসিনী সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়, টাঙ্গাইল]*

উত্তর: বাংলাদেশের স্থানীয় সরকার কাঠামো গ্রাম ও শহরাঞ্চল ভেদে ভিন্ন। গ্রামাঞ্চলে তিন স্তরবিশিষ্ট স্থানীয় সরকার কাঠামো চালু আছে। এর মধ্যে সর্বনিম্ন স্তর হলো ইউনিয়ন পরিষদ। এছাড়াও আছে উপজেলা পরিষদ ও জেলা পরিষদ। শহরাঞ্চলে রয়েছে পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশন।

প্রশ্ন-৮২. স্থানীয় সরকার কী? এর মূল লক্ষ্য কী?

উত্তর: স্থানীয় সরকার হলো স্থানীয় পর্যায়ে শাসন ও উন্নয়ন কর্মকাণ্ড পরিচালনার জন্য জনগণের ভোটে নির্বাচিত সরকার ব্যবস্থা। স্থানীয় সরকারের মূল লক্ষ্য হলো স্থানীয় সমস্যা স্থানীয়ভাবে সমাধান করা।

প্রশ্ন-৮৩. স্থানীয় সরকারের প্রাথমিক স্তর হলো 'X'। এখানে 'X' দ্বারা কী বোঝানো হয়েছে? কতজন সদস্য নিয়ে এটি গঠিত হয়?

উত্তর: এখানে 'X' দ্বারা ইউনিয়ন পরিষদকে বোঝানো হয়েছে। এটি নির্বাচিত ১ জন চেয়ারম্যান, ৯টি ওয়ার্ড থেকে ৯ জন সদস্য ও সংরক্ষিত আসনে ৩ জন মহিলা সদস্যসহ সর্বমোট ১৩ জন নিয়ে গঠিত হয়।

প্রশ্ন-৮৪. বর্তমানে দেশে কয়টি পৌরসভা আছে? এটি কাদের নিয়ে গঠিত হয়?

উত্তর: বর্তমানে দেশে ৩৩১টি পৌরসভা আছে। একজন মেয়র, প্রতি ওয়ার্ড থেকে একজন করে কাউন্সিলর ও সংরক্ষিত আসনের মহিলা কাউন্সিলরদের নিয়ে পৌরসভা গঠিত হয়। আয়তন ও জনসংখ্যার তারতম্যের ভিত্তিতে বিভিন্ন পৌরসভার সদস্য সংখ্যা কম বা বেশি হতে পারে।

প্রশ্ন-৮৫. স্থানীয় সরকারের ২টি কাজ লেখো।

উত্তর: স্থানীয় সরকারের ২টি কাজ হলো—
১. জনহিতকর কাজ এবং;
২. স্থানীয় পর্যায়ের উন্নয়নমূলক কাজ।

প্রশ্ন-৮৬. এলাকার উন্নয়নে ইউনিয়ন পরিষদের যেকোনো ২টি কাজ উল্লেখ করো।

উত্তর: এলাকার উন্নয়নে ইউনিয়ন পরিষদের ২টি কাজ হলো—
১. ইউনিয়নের সার্বিক উন্নয়নের জন্য পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন,
২. এলাকায় জমির খাজনা আদায়ের ব্যবস্থা করা।

Visit Our Website: all.talukdaracademy.com.bd

Visit Our Website: all.talukdaracademy.com.bd

■ **পাঠ-৭: সরকার পরিচালনায় সুশাসন** *▸বোর্ড বই, পৃষ্ঠা-৬০*

প্রশ্ন-৮৭. সুশাসন বলতে কী বোঝ? *[বোর্ড বইয়ের নমুনা প্রশ্ন নং-৪]*

উত্তর: যে সরকার দেশ পরিচালনায় সাংবিধানিক এবং আইনগত বিধিমালার অধীনে থেকে সততা ও নিষ্ঠার সাথে কাজ করে, নাগরিক অধিকার রক্ষায় ও জনকল্যাণে সবচেয়ে বেশি সফলতার পরিচয় দেয় তাই সুশাসন। সহজ কথায় সুশাসন হলো— দুর্নীতিমুক্ত রাষ্ট্র বা সরকার ব্যবস্থা যেখানে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কাজে দায়বদ্ধতা আছে। ব্যক্তিস্বার্থের চেয়ে প্রতিষ্ঠানের স্বার্থ বড়ো করে দেখা হয়। বিভিন্ন কাজ সম্পাদনে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা এবং আইনের শাসন প্রতিষ্ঠাই সুশাসনের নিয়ামক।

প্রশ্ন-৮৮. সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন কেন? উক্ত লক্ষ্য পূরণে একটি করণীয় লেখো। *[আঞ্জুমান আদর্শ সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়, নেত্রকোণা]*

উত্তর: দেশ থেকে দারিদ্র্য দূরীকরণ, আত্মনির্ভরশীলতা অর্জন, ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা ও উন্নয়নের জন্য শাসনব্যবস্থার সকল ক্ষেত্রে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন। এজন্য দুর্নীতি, ব্যক্তিগত স্বার্থপরতা ও স্বজনপ্রীতি বন্ধ করতে হবে।

ষষ্ঠ অধ্যায় — বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক পরিবর্তন

■ **পাঠ-১: বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক পরিবর্তন ও উন্নয়ন ধারণা** *▸বোর্ড বই, পৃষ্ঠা-৬৪*

প্রশ্ন-৮৯. সংস্কৃতির পরিবর্তন বা সাংস্কৃতিক পরিবর্তন ধারণাটি ব্যাখ্যা করো।

উত্তর: সংস্কৃতি এক প্রজন্ম হতে অন্য প্রজন্মে হস্তান্তরিত হয়। এই প্রক্রিয়ায় হস্তান্তরিত হতে হতে সংস্কৃতির মধ্যে কিছু কিছু পরিবর্তন ঘটে। আবার অন্য সংস্কৃতির সংস্পর্শে এসেও সংস্কৃতি তার রূপ বদল করে। একেই সংস্কৃতির পরিবর্তন বা সাংস্কৃতিক পরিবর্তন বলে।

প্রশ্ন-৯০. 'সাংস্কৃতিক ও সামাজিক পরিবর্তন এবং উন্নয়ন সমন্বিতভাবে সমাজের উন্নয়ন ঘটায়'— ব্যাখ্যা করো।

উত্তর: কোনো সমাজের উন্নয়নের ফলে যেমন সাংস্কৃতিক পরিবর্তন হয় তেমনি সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের ফলেও সমাজে উন্নয়ন ঘটে। যেমন- বাংলাদেশের অনেক জায়গায় এখন লাঙলের পরিবর্তে ট্রাক্টর ব্যবহার হচ্ছে, এটা বস্তুগত সাংস্কৃতিক পরিবর্তন। এর ফলে কৃষি উৎপাদন বেড়ে যাওয়ায় মানুষের জীবনযাত্রার মানের উন্নয়ন হয়েছে। এভাবে সাংস্কৃতিক ও সামাজিক পরিবর্তন ও উন্নয়ন সমন্বিতভাবে সমাজের উন্নয়ন ঘটায়।

■ **পাঠ-২: সাংস্কৃতিক পরিবর্তন ও উন্নয়নের বৈশিষ্ট্য** *▸বোর্ড বই, পৃষ্ঠা-৬৪*

প্রশ্ন-৯১. সাংস্কৃতিক পরিবর্তন ও উন্নয়ন কি একই? ব্যাখ্যা করো। *[বোর্ড বইয়ের নমুনা প্রশ্ন নং-২]*

উত্তর: সাংস্কৃতিক পরিবর্তন ও উন্নয়ন এক বিষয় নয়। সংস্কৃতি এক প্রজন্ম হতে অন্য প্রজন্মে হস্তান্তরিত হয়। এই প্রক্রিয়ায় হস্তান্তরিত হতে হতে সংস্কৃতির মধ্যে কিছু কিছু পরিবর্তন ঘটে। আবার অন্য সংস্কৃতির সংস্পর্শে এসেও সংস্কৃতি তার রূপ বদল করে। একেই সাংস্কৃতিক পরিবর্তন বলে। অন্যদিকে সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের যেটুকু ইতিবাচক তাকে সাংস্কৃতিক উন্নয়ন বলে।

প্রশ্ন-৯২. সাংস্কৃতিক উন্নয়ন বলতে কী বোঝায়? *[বিন্দুবাসিনী সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, টাঙ্গাইল]*

উত্তর: সংস্কৃতির উন্নয়ন হলো— সংস্কৃতির ইতিবাচক পরিবর্তন, যেমন— আকাশ সংস্কৃতির প্রভাবে আমাদের সংস্কৃতির ইতিবাচক ও নেতিবাচক দুই ধরনের পরিবর্তনই ঘটছে। ইতিবাচক পরিবর্তনটি হলো— সাংস্কৃতিক উন্নয়ন।

■ **পাঠ-৩: সাংস্কৃতিক পরিবর্তন ও উন্নয়নের বিভিন্ন দিক** *▸বোর্ড বই, পৃষ্ঠা-৬৫*

প্রশ্ন-৯৩. সাংস্কৃতিক ব্যাপ্তি বলতে কী বোঝায়? *[গবর্নমেন্ট সায়েন্স হাই স্কুল, ঢাকা]*

উত্তর: সাধারণত দুটি সমাজের সংস্কৃতি একে অপরের সংস্পর্শে এসে একে অপরকে প্রভাবিত করে। এর মাধ্যমে একে অপরের সংস্কৃতির কিছু না কিছু গ্রহণ করে। সংস্কৃতির এই চলমান গতিধারা এবং এক সমাজ থেকে আরেক সমাজে সংস্কৃতির প্রসার লাভকে সাংস্কৃতিক ব্যাপ্তি বলে।

প্রশ্ন-৯৪. সংস্কৃতায়ন কথাটি দ্বারা কী বোঝানো হয়েছে? *[বোর্ড বইয়ের নমুনা প্রশ্ন নং-৪]*

উত্তর: নিজ সংস্কৃতিকে অক্ষুণ্ণ রেখে অন্য কোনো সাংস্কৃতিক উপাদানকে নিজ সংস্কৃতির সাথে আত্মস্থ করার প্রক্রিয়াকে সংস্কৃতায়ন বলা হয়। যেমন— ইংরেজরা প্রায় দুইশ বছর আমাদের শাসক ছিল বলে অনেক ইংরেজি শব্দ আমাদের ভাষায় মিশে গেছে।

প্রশ্ন-৯৫. সাংস্কৃতিক আত্তীকরণ কী? ব্যাখ্যা করো। *[ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজ; গবর্নমেন্ট সায়েন্স হাই স্কুল, ঢাকা]*

উত্তর: সাংস্কৃতিক আত্তীকরণ এমন একটি প্রক্রিয়া যে প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি গোষ্ঠী অন্যের সংস্কৃতি আয়ত্ত করে। যেমন— জীবিকার প্রয়োজনে, বৈবাহিক কারণে অথবা অন্য যেকোনো কারণে নিজ এলাকা থেকে স্থানান্তর হলে মানুষ ঐ এলাকার সংস্কৃতির সাথে নিজেকে আত্তীকরণ করার চেষ্টা করে।

প্রশ্ন-৯৬. প্রযুক্তি কীভাবে সাংস্কৃতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করে? *[বোর্ড বইয়ের নমুনা প্রশ্ন নং-৩]*

উত্তর: প্রযুক্তির পরিবর্তন ও উন্নয়ন সাংস্কৃতিক উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, তথ্যপ্রযুক্তির উন্নয়নে গোটা বিশ্ব এখন একটি বিশ্বপল্লিতে রূপান্তরিত হয়েছে। এর ফলে এখন ঘরে বসেই পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তের খবর জানা যাচ্ছে। এক সংস্কৃতি অন্য সংস্কৃতির সংস্পর্শে আসছে। অনুন্নত সংস্কৃতি দ্রুত উন্নত সংস্কৃতির উপাদান গ্রহণ করছে। আর এভাবেই প্রযুক্তি পরিবর্তনের মাধ্যমে সাংস্কৃতিক উন্নয়ন ঘটছে।

■ **পাঠ-৪: বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক পরিবর্তন ও উন্নয়ন** *▸বোর্ড বই, পৃষ্ঠা-৬৭*

প্রশ্ন-৯৭. বিশ্বায়নের প্রভাবে সংস্কৃতির কী কী পরিবর্তন ঘটছে? *[অন্নদা সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়, ব্রাহ্মণবাড়িয়া]*

উত্তর: বিশ্বায়নের প্রভাবে সংস্কৃতির অন্তর্ভুক্ত পোশাক, খাদ্যাভ্যাস, শিক্ষা, কৃষি, চিকিৎসা, প্রযুক্তি, সংগীত, কলা, দৃষ্টিভঙ্গি, আচরণ, ফ্যাশন ইত্যাদিতে পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, মানুষ আগে যাত্রা, পালাগান, সার্কাস, জারিসারির মাধ্যমে বিনোদনের চাহিদা পূরণ করত। বর্তমানে ঘরে বসে বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার করে সে চাহিদা পূরণ করছে। আর এটা বিশ্বায়নের কারণেই সম্ভব হয়েছে।

প্রশ্ন-৯৮. 'বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নয়ন সাংস্কৃতিক পরিবর্তনকে ত্বরান্বিত করে'— ব্যাখ্যা করো।

উত্তর: বর্তমানে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নয়নে বাংলাদেশের মানুষের পোশাক, খাদ্যাভ্যাস, শিক্ষা, কৃষি, চিকিৎসা, প্রযুক্তি, সংগীত, কলা, দৃষ্টিভঙ্গি, আচরণ, ফ্যাশন ইত্যাদিতে পাশ্চাত্য সংস্কৃতির প্রভাবে অনেক পরিবর্তন এসেছে। বাংলাদেশের গ্রামীণ জীবনে তো বটেই শহরের জীবনেও ইদানিং বিভিন্ন লোক উৎসব, বর্ষবরণ, মেলা ইত্যাদির পরিবর্তন স্পষ্টই চোখে পড়ে। এভাবেই বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নয়ন সাংস্কৃতিক পরিবর্তনকে ত্বরান্বিত করে।

■ **পাঠ-৫: বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক পরিবর্তন ও বিকাশের ধারা** *▸বোর্ড বই, পৃষ্ঠা-৬৮*

প্রশ্ন-৯৯. সংস্কৃতি বলতে কী বোঝায়? ব্যাখ্যা করো। *[বোর্ড বইয়ের নমুনা প্রশ্ন নং-১]*

উত্তর: সংস্কৃতি বলতে সাধারণত সমাজের মানুষের জীবনযাপনের ধারাকে বোঝায়। অর্থাৎ সংস্কৃতি হলো আমাদের জীবনপ্রণালি। মানুষ তার অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখতে এবং তার মৌলিক প্রয়োজনগুলো পূরণের লক্ষ্যে যা কিছু সৃষ্টি করে তাই হলো তার সংস্কৃতি।

প্রশ্ন-১০০. টেরাকোটা বা পোড়ামাটির শিল্প বলতে কী বোঝ? একটি পোড়ামাটির শিল্পকর্মের উদাহরণ দাও।

উত্তর: মাটির ফলক বা পাত তৈরি করে তাতে ছবি অঙ্কন করে পুড়িয়ে স্থায়ী রূপ দেওয়াকে টেরাকোটা বা পোড়ামাটির শিল্প বলা হয়।

Visit Our Website: all.talukdaracademy.com.bd

Visit Our Website: all.talukdaracademy.com.bd

দিনাজপুরের কান্তজি মন্দির পোড়ামাটির শিল্পকর্মের একটি উদাহরণ। এ মন্দিরের পোড়ামাটির শিল্পকর্মে রামায়ণের কাহিনিসহ নানা সামাজিক জীবনের চিত্র ফুটে উঠেছে।

প্রশ্ন-১০১. চর্যাপদ কী? এর বৈশিষ্ট্য লেখো *[কুমিল্লা জিলা স্কুল]*

উত্তর: চর্যাপদ হচ্ছে বাঙালির আদি সাহিত্যকর্ম। প্রায় বারোশো বছর আগে বৌদ্ধ সাধকরা এগুলো লিখেছেন। এগুলোই হলো আদি বাংলা সাহিত্যের নমুনা। চর্যাগীতির বিখ্যাত রচয়িতাদের মধ্যে ছিলেন লুইপা এবং কাহ্নপা প্রমুখ।

প্রশ্ন-১০২. বৈষ্ণব পদাবলী বলতে কী বোঝায়? ◘ *[বীরশ্রেষ্ঠ নূর মোহাম্মদ পাবলিক কলেজ, ঢাকা]*

উত্তর: বৈষ্ণব পদাবলী বলতে সুলতানি আমলে শ্রীচৈতন্যের বৈষ্ণব ভাবধারার প্রভাবে রচিত কীর্তন গানকে বোঝায়। শ্রীকৃষ্ণ ও রাধার কাহিনি নিয়ে এসব আবেগপূর্ণ গান রচিত হয়েছে।

প্রশ্ন-১০৩. মঙ্গলকাব্য বলতে কী বোঝ? কয়েকটি মঙ্গলকাব্যের নাম লেখো। ◘ *[শেরপুর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়]*

উত্তর: দেশীয় দেবদেবীকে নিয়ে রচিত নানা কাব্যকাহিনি মঙ্গলকাব্য নামে পরিচিত। যেমন— মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গল, ঘনরামের ধর্মমঙ্গল, বিজয়গুপ্তের মনসামঙ্গল ইত্যাদি।

সপ্তম অধ্যায় — সামাজিকীকরণ

■ পাঠ-১: সামাজিকীকরণে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রভাব

▶ বোর্ড বই, পৃষ্ঠা-৭৫

প্রশ্ন-১০৪. সামাজিকীকরণ বলতে কী বোঝ? ◘ *[বোর্ড বইয়ের নমুনা প্রশ্ন নং-১]*

উত্তর: জন্মের পর থেকেই মানব শিশু সমাজের নিয়ম-কানুন ও রীতিনীতি শিখতে থাকে। একে সামাজিকীকরণ বলে। সামাজিকীকরণ মানুষের জীবনব্যাপী একটি চলমান প্রক্রিয়া। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত এটি চলতে থাকে।

প্রশ্ন-১০৫. সামাজিকীকরণে পরিবারকে সবচেয়ে শক্তিশালী বাহন বলা হয় কেন? *[বোর্ড বইয়ের নমুনা প্রশ্ন নং-২]*

উত্তর: সামাজিকীকরণে পরিবারকে সবচেয়ে শক্তিশালী বাহন বলা হয়। কারণ পরিবারেই শিশু পরিবারের সদস্যদের প্রতি আবেগ, অনুভূতি, শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা শেখে। খাদ্যাভ্যাস, পোশাক-পরিচ্ছদ, ধর্মচর্চা, শিক্ষাগ্রহণ ইত্যাদি বিষয়গুলো সম্পর্কে পারিবারিক সংস্কৃতির প্রতিফলন সরাসরি ব্যক্তির ওপর পড়ে।

প্রশ্ন-১০৬. সামাজিকীকরণে সমবয়সী সঙ্গীর ভূমিকা ব্যাখ্যা করো। ◘ *[ইঞ্জিনিয়ারিং ইউনিভার্সিটি স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা]*

উত্তর: শিশুর সামাজিকীকরণে সমবয়সী বন্ধু বা সঙ্গীরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। শৈশবে সমবয়সীদের সঙ্গে খেলাধুলার আকর্ষণ থাকে অপ্রতিরোধ্য। কথাবার্তা, আচার-আচরণ ও চালচলনের ক্ষেত্রে তারা একে অন্যকে প্রভাবিত করে। এর মধ্য দিয়ে তাদের মধ্যে সহমর্মিতা, সহযোগিতা, সহনশীলতা ও নেতৃত্বের গুণাবলি বিকশিত হয়।

প্রশ্ন-১০৭. সামাজিকীকরণের কোন মাধ্যমে নেতৃত্বের গুণাবলি বিকশিত হয়? ব্যাখ্যা করো। ◘ *[বোর্ড বইয়ের নমুনা প্রশ্ন নং-৩]*

উত্তর: সামাজিকীকরণের অন্যতম মাধ্যম সমবয়সী সঙ্গীর মাধ্যমে নেতৃত্বের গুণাবলি বিকশিত হয়। শিশুরা সমবয়সী বন্ধু বা সঙ্গীর কথাবার্তা, আচার-আচরণ ও চালচলন দিয়ে একে অন্যকে প্রভাবিত করে। ফলে তাদের মধ্যে সহমর্মিতা, সহযোগিতা, সহনশীলতা ও নেতৃত্বের গুণাবলি বিকশিত হয়।

■ পাঠ-২: সামাজিকীকরণে বিভিন্ন উপাদানের প্রভাব

▶ বোর্ড বই, পৃষ্ঠা-৭৬

প্রশ্ন-১০৮. সামাজিকীকরণ আয়ত্ত করার উপাদান কয়টি ও কী কী? ◘ *[বীরশ্রেষ্ঠ নূর মোহাম্মদ পাবলিক কলেজ, ঢাকা]*

উত্তর: সামাজিকীকরণ আয়ত্ত করার উপাদান চারটি। এ উপাদানগুলো হলো— অনুকরণ, অভিভাবন, অঙ্গীভূতকরণ ও ভাষা।

প্রশ্ন-১০৯. শিশুর সামাজিকীকরণে অনুকরণের ভূমিকা কী? ব্যাখ্যা করো। *[বোর্ড বইয়ের নমুনা প্রশ্ন নং-৪]*

উত্তর: শিশুর সামাজিকীকরণে অনুকরণের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। শিশুরা সবসময়ই বড়োদের অনুকরণ করে। অনুকরণের মাধ্যমে শিশু ভাষা, উচ্চারণ ও বাচনভঙ্গি ইত্যাদি আয়ত্ত করে থাকে যা শিশুর সামাজিকীকরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

প্রশ্ন-১১০. অভিভাবন কী? ব্যাখ্যা করো। ◘ *[জুনিয়র বৃত্তি পরীক্ষা, ২০২৫]*

উত্তর: অভিভাবন এক ধরনের যোগাযোগ মাধ্যম বা প্রক্রিয়া। যে প্রক্রিয়ায় ব্যক্তি নিজের ধ্যান-ধারণা অপরের মধ্যে প্রবেশ করানোর পাশাপাশি অন্যের আচার-আচরণ ও কাজকর্মকে নিজের ইচ্ছা অনুযায়ী পরিচালিত করে তাকে অভিভাবন বলে। এ প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন ধরনের তথ্য অন্যের কাছে পৌঁছে দেওয়া হয়। এটি এক ধরনের যোগাযোগ মাধ্যম।

প্রশ্ন-১১১. সামাজিকীকরণে অঙ্গীভূতকরণ প্রক্রিয়া বর্ণনা করো। ◘ *[রাজউক উত্তরা মডেল কলেজ, ঢাকা]*

উত্তর: শিশুদের বয়স বাড়ার সাথে সাথে জ্ঞান-বুদ্ধি দিয়ে কোন জিনিস তার প্রয়োজন তা সে বুঝতে পারে এবং এই জিনিসগুলো তার অঙ্গীভূতকরণের বিষয়ে পরিণত হয়। এভাবে শিশু অঙ্গীভূত করে নেয় বিভিন্ন খেলনা, ছবি ও ছড়ার বই যা তার বিনোদন কাজে লাগে। অঙ্গীভূতকরণের এই প্রক্রিয়া ও প্রবণতার পরিধি ক্রমশ প্রসারিত হতে থাকে এবং সমাজবদ্ধ মানুষ সামাজিক প্রকৃতি অর্জন করে।

■ পাঠ-৩: বাংলাদেশের গ্রাম ও শহরের সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়া

▶ বোর্ড বই, পৃষ্ঠা-৭৭

প্রশ্ন-১১২. গ্রামীণ পরিবেশে বেড়ে ওঠা শিশুর সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করো।

উত্তর: গ্রামীণ পরিবেশে শিশু নিজ পরিবারসহ অন্যান্য আত্মীয় স্বজনের মাঝে বেড়ে ওঠে। এতে পরিবারের সদস্যদের আচার-আচরণের সাথে শিশুর আচরণের পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া ঘটে। এর মাধ্যমে শিশু সহযোগিতা, সহিষ্ণুতা, সহমর্মিতা, শ্রদ্ধাবোধ প্রভৃতি গুণাবলি অর্জন করে। গ্রামের সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়ায় সবচেয়ে বেশি প্রভাব বিস্তার করে সামাজিক ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান।

প্রশ্ন-১১৩. গ্রাম ও শহরের সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়ায় প্রতিবেশীর ভূমিকা লেখো।

উত্তর: সামাজিকীকরণে প্রতিবেশীর ভূমিকা গ্রাম ও শহর উভয় সমাজেই ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে। শিশু-কিশোররা প্রতিবেশির গণ্ডিতে থাকলে সহজে সমাজ স্বীকৃত আচরণ শেখে।

■ পাঠ-৪: ব্যক্তির সামাজিকীকরণে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি এবং গণমাধ্যমের ভূমিকা

▶ বোর্ড বই, পৃষ্ঠা-৭৯

প্রশ্ন-১১৪. ব্যক্তির সামাজিকীকরণে সংবাদপত্রের গুরুত্ব লেখো।

উত্তর: উন্নয়নশীল দেশে জনশিক্ষার মাধ্যম সংবাদপত্র। এটি নিজ সমাজ, রাষ্ট্র ও বিশ্ব সম্পর্কে একটি স্বচ্ছ ধারণা সৃষ্টির মাধ্যমে মনের সংকীর্ণতা দূর করে। তাদের মধ্যে পারস্পরিক সহনশীলতা, সহমর্মিতা ও বিশ্বজনীনতার বোধ সৃষ্টি করে। অর্থাৎ ব্যক্তির সামাজিকীকরণে সংবাদপত্র গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

■ পাঠ-৫: বিশ্বায়ন ও সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়া

▶ বোর্ড বই, পৃষ্ঠা-৮১

প্রশ্ন-১১৫. বিশ্বায়ন বলতে কী বোঝায়? ◘ *[ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজ]*

উত্তর: আধুনিক যোগাযোগ মাধ্যম পৃথিবীর একদেশ থেকে অন্য দেশের দূরত্ব কমিয়ে এনেছে। তাই বিভিন্ন দেশের সমাজ ও সংস্কৃতি আমাদের জীবনের উপর প্রভাব ফেলছে। আর এটাই হচ্ছে বিশ্বায়ন।

প্রশ্ন-১১৬. বিশ্বায়ন ও সামাজিকীকরণ পাশাপাশি চলে কেন? ব্যাখ্যা করো।

উত্তর: বিশ্বায়ন ও সামাজিকীকরণ পাশাপাশি চলে, কারণ—

১. ব্যবসা-বাণিজ্য, কর্ম, শিক্ষা ও চিকিৎসার জন্য মানুষ এখন পৃথিবীর একদেশ থেকে অন্যদেশে ছুটে বেড়ায় এবং তথ্য সংগ্রহ করে।
২. বিশ্ব সমাজ সম্পর্কে জানতে মানুষকে তার নিজ সমাজ ও সংস্কৃতির পাশাপাশি অন্য সমাজ ও সংস্কৃতির সাথে খাপ খাইয়ে চলতে হয়।

Visit Our Website: all.talukdaracademy.com.bd

Visit Our Website: all.talukdaracademy.com.bd

অষ্টম অধ্যায় বাংলাদেশের বিভিন্ন নৃগোষ্ঠী

■ পাঠ-১: বাংলাদেশের বিভিন্ন নৃগোষ্ঠীর ভৌগোলিক অবস্থান
▶ বোর্ড বই, পৃষ্ঠা-৮৪

প্রশ্ন-১১৭. বাংলাদেশের বৃহত্তর ময়মনসিংহ এবং সিলেট অঞ্চলে কোন কোন নৃগোষ্ঠী বাস করে?

উত্তর: বাংলাদেশের বৃহত্তর ময়মনসিংহ অঞ্চলে গারো, হাজং, কোচ এবং বৃহত্তর সিলেট অঞ্চলে খাসি, মণিপুরি প্রভৃতি নৃগোষ্ঠীর মানুষ বাস করে।

প্রশ্ন-১১৮. বাংলাদেশের কোন অংশে সমতলবাসী নৃগোষ্ঠীর বসবাস? সমতলবাসী কয়েকটি নৃগোষ্ঠীর উদাহরণ দাও।

উত্তর: বাংলাদেশের উত্তর-পশ্চিমাংশে সমতলবাসী নৃগোষ্ঠীর বসবাস। সমতলবাসী কয়েকটি নৃগোষ্ঠী হচ্ছে সাঁওতাল, ওরাঁও, মাহালি মুন্ডা, মাল পাহাড়ি, মালো প্রভৃতি।

■ পাঠ-২: চাকমা
▶ বোর্ড বই, পৃষ্ঠা-৮৫

প্রশ্ন-১১৯. চাকমাদের সমাজ কাঠামো সম্পর্কে ধারণা দাও।
[বোর্ড বইয়ের নমুনা প্রশ্ন নং-১]

উত্তর: চাকমাদের সমাজ কাঠামো বৈচিত্র্যময়। চাকমা সমাজের মূল অংশ পরিবার। কয়েকটি চাকমা পরিবার নিয়ে গঠিত হয় 'আদাম' বা 'পাড়া'। কয়েকটি পাড়া নিয়ে গঠিত হয় মৌজা। আর কয়েকটি মৌজা মিলে চাকমা সার্কেল গঠিত হয় এবং এর প্রধান হলেন চাকমা রাজা। চাকমা সমাজ পিতৃতান্ত্রিক হওয়ায় পিতাই পরিবারের প্রধান।

প্রশ্ন-১২০. চাকমাদের জুম চাষ পদ্ধতি ব্যাখ্যা করো। ◘

উত্তর: চাকমারা জুম চাষ পদ্ধতিতে চাষাবাদ করে। এ পদ্ধতিতে ঘুরে ঘুরে অর্থাৎ স্থানান্তরের মাধ্যমে চাষাবাদ করা হয়। জুম চাষে পাহাড়ের বনভূমি কেটে, পুড়িয়ে অল্প কয়েক বছর চাষাবাদের পর দীর্ঘ সময় ফেলে রাখা হয় জমির উর্বরতা বৃদ্ধির জন্য।

প্রশ্ন-১২১. বিজু উৎসব কীভাবে পালিত হয়? ◘
[ব্রাহ্মন্দী কামিনী কিশোর মৌলিক সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়, নরসিংদী]

উত্তর: চাকমাদের সবচেয়ে জনপ্রিয় এবং সর্ববৃহৎ উৎসব হলো 'বিজু'। বাংলা বর্ষের শেষ দুদিন ও নববর্ষের প্রথম দিনে চাকমারা 'বিজু' উৎসব পালন করে।

প্রশ্ন-১২২. চাকমারা কোন ধর্মাবলম্বী? তাদের প্রধান ধর্মীয় উৎসবের তাৎপর্য কী?

উত্তর: চাকমারা বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী। তাদের প্রধান ধর্মীয় উৎসব বৈশাখী পূর্ণিমার তাৎপর্য হচ্ছে এটি গৌতম বুদ্ধের জন্ম, মৃত্যু ও বুদ্ধত্ব প্রাপ্তির দিন। চাকমারা খুব ভক্তি সহকারে এ দিনটি পালন করে।

প্রশ্ন-১২৩. পিকি চাকমা নৃগোষ্ঠীর লোক। উক্ত নৃগোষ্ঠীর পোশাক সম্পর্কে লেখো।

উত্তর: চাকমারা নিজেদের তাঁত দিয়ে পোশাক তৈরি করে। চাকমা মেয়েদের পরনের কাপড়ের নাম 'পিনোন' এবং 'হাদি'। চাকমা পুরুষেরা পূর্বে এক রকম মোটা সুতার জামা, ধুতি ও গামছা পরত এবং মাথায় একরকম পাগড়ি বাঁধত। ইদানীং তারা শার্ট, প্যান্ট ও লুঙ্গি পরিধান করে।

■ পাঠ-৩: গারো
▶ বোর্ড বই, পৃষ্ঠা-৮৭

প্রশ্ন-১২৪. গারো নৃগোষ্ঠী বাংলাদেশের কোন কোন জেলায় বাস করে? এ নৃগোষ্ঠীর লোকেরা নিজেদের কী নামে পরিচয় দিতে পছন্দ করে?

উত্তর: গারো নৃগোষ্ঠী বাংলাদেশের ময়মনসিংহ, টাঙ্গাইলের মধুপুর, নেত্রকোণা, শেরপুর, জামালপুর ও গাজীপুরের শ্রীপুরে বাস করে। বৃহত্তর সিলেট জেলায়ও কিছুসংখ্যক গারো আছে। গারোরা নিজেদের মান্দি নামে পরিচয় দিতে পছন্দ করে।

প্রশ্ন-১২৫. 'গারো সমাজের মূলে রয়েছে মাহারি'— ব্যাখ্যা করো।
[বোর্ড বইয়ের নমুনা প্রশ্ন নং-২]

উত্তর: গারো সমাজের মূলে রয়েছে মাহারি বা মাতৃগোত্র পরিচয়। তাদের সামাজিক জীবনে বিশেষত বিয়ে, উত্তরাধিকার, সম্পত্তির ভোগ-দখল ইত্যাদিতে এই মাহারির গুরুত্ব অপরিসীম। মাতার বংশ ধরেই গারোদের চাৎচি (গোত্র) ও মাহারি (মাতৃগোত্র) নির্ণয় করা হয়। গারো সমাজে একই মাহারির পুরুষ ও নারীর মধ্যে বিয়ে নিষিদ্ধ। বর ও কনেকে ভিন্ন ভিন্ন মাহারির অন্তর্ভুক্ত হতে হয়।

প্রশ্ন-১২৬. গারোদের অর্থনৈতিক জীবন ব্যাখ্যা করো। ◘
[হবিগঞ্জ সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়]

উত্তর: গারোদের অর্থনৈতিক জীবন কৃষিনির্ভর। গারোদের অর্থনৈতিক জীবন প্রথাগতভাবে জুম চাষ ও বনজ সম্পদ আহরণের ওপর নির্ভরশীল ছিল। বর্তমানে বাংলাদেশের গারোদের মধ্যে জুম চাষের প্রচলন নেই। তারা এখন হালচাষের মাধ্যমে প্রধানত ধান, নানা জাতের সবজি ও আনারস উৎপাদন করে।

প্রশ্ন-১২৭. 'সাংসারেক' কাদের ধর্মীয় জীবনের সাথে জড়িত? ব্যাখ্যা করো।
[চট্টগ্রাম কলেজিয়েট স্কুল]

উত্তর: সাংসারেক গারোদের ধর্মীয় জীবনের সাথে জড়িত। গারোদের আদি ধর্মের নাম সাংসারেক। অতীতে গারোরা বিভিন্ন দেবদেবীর পূজা করত। তাদের প্রধান দেবতার নাম ছিল 'তাতারা রাবুগা'। এছাড়া গারোরা সালজং, সুসিমে, গোয়েরা, মেন প্রভৃতি দেবদেবীর পূজা করত। বর্তমানে গারোদের অধিকাংশ খ্রিস্ট ধর্মাবলম্বী।

■ পাঠ-৪: সাঁওতাল
▶ বোর্ড বই, পৃষ্ঠা-৮৯

প্রশ্ন-১২৮. সাঁওতালদের সামাজিক জীবনব্যবস্থা ব্যাখ্যা করো।

উত্তর: সাঁওতাল নৃগোষ্ঠীর সমাজ পিতৃতান্ত্রিক। তাদের সমাজের মূল ভিত্তি হচ্ছে গ্রাম-পঞ্চায়েত। তাঁদের পঞ্চায়েত পরিচালনার জন্য সাধারণত পাঁচজন সদস্য থাকেন। তাঁরা হলেন মাঞ্জহি হারাম, জগমাঞ্জহি, জগপরানিক, গোডেৎ ও নায়কি। নায়কিকে তাঁরা পঞ্চায়েত সদস্য নয় বরং ধর্মগুরু হিসেবে মনে করে।

প্রশ্ন-১২৯. সাঁওতালদের অর্থনৈতিক জীবনব্যবস্থা ব্যাখ্যা করো।
[বোর্ড বইয়ের নমুনা প্রশ্ন নং-৩]

উত্তর: সাঁওতালদের প্রধান জীবিকা হলো কৃষি। বৃহত্তর রাজশাহী, দিনাজপুর ও রংপুর জেলায় তাঁরা মূলত কৃষিশ্রমিক হিসেবে কাজ করে। নারী ও পুরুষ উভয়ই ক্ষেতে কাজ করে। তারা ধান, সরিষা, তামাক, মরিচ, তিল, আখ প্রভৃতি ফসলের চাষ করে। তাছাড়া বাঁশ, বেত, শালপাতা প্রভৃতি দ্বারা নানা প্রকার মাদুর, ঝাড়ু প্রভৃতি তৈরি করে নিজেদের প্রয়োজন মিটায় ও হাঁটে বিক্রি করে।

প্রশ্ন-১৩০. সাঁওতাল বিদ্রোহ সম্পর্কে ধারণা দাও। ◘

উত্তর: সাঁওতাল বিদ্রোহ উপমহাদেশের একটি গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক ঘটনা। ঔপনিবেশিক শাসক, নিপীড়নকারী জমিদার, মহাজন ও পুলিশের বিরুদ্ধে সাঁওতালদের সুসংগঠিত সশস্ত্র বিদ্রোহ ছিল সাঁওতাল বিদ্রোহ। ১৮৫৫ সালের ৩০ জুন এ বিদ্রোহ সংঘটিত হয়েছিল। এ বিদ্রোহের নায়ক দুই ভাই সিধু ও কানুকে সাঁওতালরা বীর হিসেবে ভক্তি করে।

■ পাঠ-৫: মারমা
▶ বোর্ড বই, পৃষ্ঠা-৯০

প্রশ্ন-১৩১. মারমা নৃগোষ্ঠীর খাদ্যাভ্যাস এবং বাড়িঘর কীরূপ?

উত্তর: মারমারা সাধারণত ভাতের সাথে মাছ-মাংস ও নানা ধরনের শাকসবজি খায়। তাঁদের ঘরবাড়ি বাঁশ, কাঠ ও ছনের তৈরি, যা কয়েকটি খুঁটির উপর মাটি থেকে ৬-৭ ফুট উপরে নির্মিত।

প্রশ্ন-১৩২. মারমা নৃগোষ্ঠীর নববর্ষ বরণের অন্যতম প্রধান উৎসব কীভাবে উদযাপিত হয়? *[বীরশ্রেষ্ঠ মুন্সী আব্দুর রউফ পাবলিক কলেজ, ঢাকা]*

উত্তর: মারমারা পুরাতন বর্ষকে বিদায় ও নববর্ষকে বরণ উপলক্ষে সাংগ্রাই উৎসব উদযাপন করে। এ সময় তাঁরা 'পানিখেলা' বা 'জলোৎসব'-এ মেতে ওঠে। এপ্রিল মাসের মাঝামাঝি সময়ে এই উৎসব বেশ আনন্দ উদ্দীপনার সাথে উদযাপিত হয়ে থাকে।

Visit Our Website: all.talukdaracademy.com.bd

Visit Our Website: all.talukdaracademy.com.bd

■ **পাঠ-৬: রাখাইন** ▸*বোর্ড বই, পৃষ্ঠা-৯২*

প্রশ্ন-১৩৩. ত্রিদিবের পিতৃপুরুষদের আদিবাস আরাকান অঞ্চলে। ত্রিদিব কোন নৃগোষ্ঠীর? উক্ত নামটির উৎপত্তি যে শব্দ থেকে সেটির অর্থ কী?

উত্তর: ত্রিদিব রাখাইন নৃগোষ্ঠীর। রাখাইন নামটির উৎপত্তি পালি ভাষার 'রাক্ষাইন' থেকে। এর অর্থ হচ্ছে রক্ষণশীল জাতি, যারা নিজেদের পরিচয়, সংস্কৃতি ও ধর্মীয় কৃষ্টিসমূহকে রক্ষা করতে সচেষ্ট।

প্রশ্ন-১৩৪. রাখাইনরা কোন ধর্মাবলম্বী? তাঁদের সামাজিক জীবন কীরূপ?

উত্তর: রাখাইনরা বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী। তাঁদের পরিবার প্রধানত পিতৃতান্ত্রিক। অর্থাৎ পিতা পরিবারের প্রধান। তবে নারীদেরকে তাঁরা শ্রদ্ধা করে।

■ **পাঠ-৭: বাংলাদেশের চাকমা, মারমা, সাঁওতাল, রাখাইন নৃগোষ্ঠীর সাথে বাঙালি সংস্কৃতির সংমিশ্রণ ও আদান-প্রদান** ▸*বোর্ড বই, পৃষ্ঠা-৯৩*

প্রশ্ন-১৩৫. বাংলাদেশে সাংস্কৃতিক আন্তঃসম্পর্কের ভিত কীভাবে রচিত হয়েছে? বুঝিয়ে লেখো।

উত্তর: বাংলাদেশের মানুষ প্রাচীনকাল থেকে বিভিন্ন সংস্কৃতির সংস্পর্শে এসেছে এবং সেই সকল সংস্কৃতির বিভিন্ন উপাদান গ্রহণ করেছে। এক সংস্কৃতির সাথে অন্য সংস্কৃতির বিভিন্ন উপাদানের বিনিময়ের ফলে তৈরি হয় সংস্কৃতির মিশ্রণ এবং এভাবেই মানুষে মানুষে আন্তঃসম্পর্কের ভিত রচিত হয়েছে।

প্রশ্ন-১৩৬. আমরা নৃগোষ্ঠীর সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধা পোষণ করব কেন? *[বোর্ড বইয়ের নমুনা প্রশ্ন নং-৪]*

উত্তর: পারস্পরিক সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতি রক্ষার জন্য আমরা নৃগোষ্ঠীর সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধা পোষণ করব। আমরা যদি নৃগোষ্ঠীর সংস্কৃতিকে শ্রদ্ধা করি তাহলে তারাও আমাদের সংস্কৃতিকে শ্রদ্ধা করবে। আর এর মাধ্যমে নৃগোষ্ঠী ও বাঙালিরা একে অপরের সান্নিধ্যে এসে নিজেদের পারস্পরিক সম্পর্ককে আরও দৃঢ় করবে।

নবম অধ্যায় — বাংলাদেশের সামাজিক সমস্যা

■ **পাঠ-১: কিশোর অপরাধের ধারণা ও কারণ** ▸*বোর্ড বই, পৃষ্ঠা-৯৭*

প্রশ্ন-১৩৭. সামাজিক সমস্যা কী? ব্যাখ্যা করো। ◻ *[বোর্ড বইয়ের নমুনা প্রশ্ন নং-১]*

উত্তর: সমাজে বিরাজমান যে অবস্থা জনগণের ওপর ক্ষতিকর প্রভাব বিস্তার করে তাই সামাজিক সমস্যা।

সামাজিক সমস্যা সমাজের অনাকাঙ্ক্ষিত বিষয়। তবে সম্মিলিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে এটি দূর করা যায়। এ কারণেই সমাজের অনেক ব্যক্তি সম্মিলিতভাবে সামাজিক সমস্যা প্রতিরোধের প্রচেষ্টা চালায়। কিশোর অপরাধ ও মাদকাসক্তি সামাজিক সমস্যার অন্যতম দুটি উদাহরণ।

প্রশ্ন-১৩৮. বিশ্বের বিভিন্ন দেশের কিশোর অপরাধের বয়সসীমা উল্লেখ করো।

উত্তর: বাংলাদেশ, ভারত ও শ্রীলঙ্কায় ৭ থেকে ১৬ বছর বয়সী কিশোরদের অপরাধমূলক কাজকে কিশোর অপরাধ বলা হয়। অন্যদিকে পাকিস্তান ও থাইল্যান্ডে কিশোর অপরাধীর বয়স ৭ থেকে ১৮ বছর। জাপানে এই বয়সসীমা ১৪ থেকে ২০ বছর।

প্রশ্ন-১৩৯. দারিদ্র্য কীভাবে কিশোর অপরাধের জন্ম দেয়? ◻

উত্তর: দরিদ্র পরিবারের কিশোরদের অনেক ইচ্ছা বা সাধ অপূর্ণ থেকে যায়। এর ফলে তার মধ্যে বাড়ে হতাশা এবং এ হতাশাই তাকে অপরাধের দিকে ঠেলে দেয়।

প্রশ্ন-১৪০. হীনমন্যতা কীভাবে কিশোর অপরাধের জন্ম দেয়? *[বোর্ড বইয়ের নমুনা প্রশ্ন নং-৩]*

উত্তর: হতাশা সৃষ্টির মাধ্যমে হীনমন্যতা কিশোর অপরাধের জন্ম দেয়। শারীরিক ও মানসিক ত্রুটি বা বৈকল্য থাকলে শিশুকে অন্যের সামাজিক গ্লানি বয়ে চলতে হয়, যা থেকে শিশুমনে হীনমন্যতার জন্ম হয়। হীনমন্যতার ফলে তারা হতাশায় ভোগে। আর এ হতাশা থেকে কিশোররা বিভিন্ন ধরনের অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডের সাথে জড়িয়ে পড়ে।

প্রশ্ন-১৪১. কিশোর-কিশোরীদের অপরাধী হয়ে ওঠার যেকোনো দুটি কারণ লেখো।

উত্তর কিশোর-কিশোরীদের অপরাধী হয়ে ওঠার দুটি কারণ হলো—

১. বাড়ির বাইরে বা কর্মস্থলে অতি ব্যস্ততার কারণে পিতামাতার পক্ষে তাদের সন্তানদের যথেষ্ট সময় বা মনযোগ দিতে না পারা;
২. পিতামাতার অকাল মৃত্যু বা বিবাহবিচ্ছেদ।

■ **পাঠ-২: কিশোর অপরাধের প্রভাব ও প্রতিরোধ** ▸*বোর্ড বই, পৃষ্ঠা-৯৯*

প্রশ্ন-১৪২. ১৬ বছরের শাহিন রাস্তায় মেয়েদের অশোভন উক্তি করে। সে কোন ধরনের অপরাধে যুক্ত? এক্ষেত্রে তার বাবা-মায়ের দায়িত্ব কীরূপ?

উত্তর: শাহিন কিশোর অপরাধের সাথে যুক্ত। শাহিনের সুস্থ মানসিক বিকাশের জন্য তার বাবা-মা-কে উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে। তার সঙ্গে সহজ ও স্বাভাবিক সম্পর্ক গড়ে তুলতে হবে।

প্রশ্ন-১৪৩. কিশোর অপরাধ প্রতিরোধে চিত্তবিনোদন কীভাবে কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে?

উত্তর: কিশোর অপরাধ প্রতিরোধে শিশু কিশোরদের মানসিক বিকাশের জন্য পাড়া ও মহল্লায় পাঠাগার, ব্যায়ামাগার, নাচ, গান, নাটক প্রভৃতির আয়োজন করতে হবে। টেলিভিশনে ও অন্যান্য মাধ্যমে তাদেরকে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও তথ্যমূলক এবং সুস্থ আনন্দদায়ক দেশি-বিদেশি ছায়াছবি দেখানোর ব্যবস্থা করতে হবে।

■ **পাঠ-৩: মাদকাসক্তির ধারণা ও কারণ** ▸*বোর্ড বই, পৃষ্ঠা-১০০*

প্রশ্ন-১৪৪. কিশোর-কিশোরীদের মাদকাসক্ত হওয়ার দুটি কারণ লেখো। ◻

উত্তর: কিশোর-কিশোরীদের মাদকাসক্ত হওয়ার দুটি কারণ হলো—

১. বন্ধুদের প্ররোচনা, ২. মাদকের প্রতি কৌতূহল।

প্রশ্ন-১৪৫. কিশোর অপরাধ প্রতিরোধে শিক্ষা কীভাবে ভূমিকা রাখতে পারে? ব্যাখ্যা করো।

উত্তর: শিক্ষার প্রভাবে শিশু-কিশোররা সুস্থ ও সুন্দর জীবনযাপনে আগ্রহী হবে। এছাড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিবেশ তাদেরকে অপরাধ থেকে দূরে রাখবে।

প্রশ্ন-১৪৬. অপসংস্কৃতির প্রভাব মাদকাসক্তির একটি বড়ো কারণ— কথাটি বুঝিয়ে লেখো। ◻ *[আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, মতিঝিল, ঢাকা]*

উত্তর: অপসংস্কৃতির প্রভাব মাদকাসক্তির পিছনে একটি বড়ো কারণ হিসেবে কাজ করে। চলচ্চিত্র, টিভি চ্যানেল, ইন্টারনেট প্রভৃতির মাধ্যমে আজকাল এক দেশের সংস্কৃতি সহজেই অন্য দেশের সংস্কৃতি ও জনজীবনকে প্রভাবিত করছে। দুই ভিন্ন সংস্কৃতির টানাপোড়েনে পড়েও যুব সমাজের একটা অংশ বিভ্রান্ত ও লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে মদকে আকৃষ্ট হচ্ছে।

প্রশ্ন-১৪৭. "হতাশা মাদকাসক্তির অন্যতম কারণ"— বুঝিয়ে লেখো। *[বোর্ড বইয়ের নমুনা প্রশ্ন নং-২]*

উত্তর: হতাশা থেকে মুক্তির আশায় অনেকে মাদকাসক্ত হয়ে পড়ে।

বেকারত্ব, নিঃসঙ্গতা, প্রিয়জনের মৃত্যু, পারিবারিক অশান্তি ইত্যাদি কারণে অনেকের মনে হতাশার সৃষ্টি হয়। আর এই হতাশা থেকে মুক্তি লাভের আশায় প্রথমে বন্ধুবান্ধবের পরামর্শে বা তাদের দেখাদেখি অনেকে মাদকদ্রব্য গ্রহণ করতে শুরু করে। পরে এটা তাদের নেশায় পরিণত হয়। মাতাপিতার স্নেহ ও মনোযোগ থেকে বঞ্চিত হয়ে কিংবা পারিবারিক অশান্তি ও ঝগড়াবিবাদ থেকেও অনেক সময় শিশু-কিশোরদের মনে হতাশা জন্ম নেয় এবং তারা মাদকে আসক্ত হয়ে পড়ে।

Visit Our Website: all.talukdaracademy.com.bd

Visit Our Website: all.talukdaracademy.com.bd

পাঠ-৪: মাদকাসক্তির প্রভাব ও প্রতিরোধ ▶বোর্ড বই, পৃষ্ঠা-১০১

প্রশ্ন-১৪৮. পারিবারিক জীবনে মাদকাসক্তির প্রভাব লেখো।

উত্তর: মাদক পুরো পরিবারের সুখ-শান্তি নষ্ট করে। যে পরিবারে একজন মাদকাসক্ত সন্তান থাকে সে পরিবারে ঝগড়াঝাঁটি ও অশান্তির সৃষ্টি হয়। এছাড়া প্রতিবেশীদের কাছে সে পরিবারের কোনো মর্যাদা থাকে না।

প্রশ্ন-১৪৯. মাদকাসক্তি সমস্যা প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণে বাংলাদেশ সরকারের গৃহীত দুটি পদক্ষেপ লেখো।

উত্তর: বাংলাদেশ সরকার মাদকাসক্তি প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণে বেশকিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে, তার মধ্যে দুটি হলো—

১. জাতিসংঘের মাদক নিয়ন্ত্রণের তিনটি কনভেনশন ও সার্কের মাদকবিরোধী কনভেনশনে স্বাক্ষর করেছে।

২. পাবলিক স্পেসে ও পাবলিক পরিবহনে তামাকজাত দ্রব্যের ব্যবহারে শাস্তির বিধান রেখেছে।

প্রশ্ন-১৫০. মাদক নিয়ন্ত্রণে সামাজিক আন্দোলন দরকার কেন? [বোর্ড বইয়ের নমুনা প্রশ্ন নং-৪]

উত্তর: সমাজের মানুষকে মাদকের হাত থেকে রক্ষার জন্য মাদক নিয়ন্ত্রণে সামাজিক আন্দোলন দরকার।

মাদক একটি সামাজিক সমস্যা। যেসব স্থানে মাদক সহজলভ্য সেখানে চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই, রাহাজানি ও হত্যার ঘটনাও বেশি ঘটে। মাদকের টাকা যোগান দিতে গিয়ে অনেক পরিবার নিঃস্ব হয়ে যায়। মাদকের প্রভাবে সামাজিক অস্থিরতা ও মূল্যবোধের অবক্ষয় দেখা দেয়। সামাজিক আন্দোলনের মাধ্যমে মাদকাসক্তি ও এর কুফল সম্পর্কে সমাজের সকল স্তরের মানুষের সচেতনতা বৃদ্ধি করা যায়। তাই মাদক নিয়ন্ত্রণে সামাজিক আন্দোলন দরকার।

দশম অধ্যায় — বাংলাদেশের জনসংখ্যা ও উন্নয়ন

■ পাঠ-১: বাংলাদেশের জনসংখ্যানীতি ▶বোর্ড বই, পৃষ্ঠা-১০৪

প্রশ্ন-১৫১. জনসংখ্যা নীতি কী? ব্যাখ্যা করো। [বোর্ড বইয়ের নমুনা প্রশ্ন নং-১]

উত্তর: একটি দেশের জনসংখ্যা বিষয়ে জাতীয় পর্যায়ে পরিকল্পনা গ্রহণ করার জন্য যে দিকনির্দেশনা গ্রহণ করা হয় তাকে দেশটির জনসংখ্যা নীতি বলে। দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার সাথে সামঞ্জস্য রেখে এই নীতি প্রণয়ন করা হয়। এ নীতির লক্ষ্য হলো— জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করে দেশের নাগরিকদের জীবনমানের উন্নতি এবং দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন নিশ্চিত করা।

প্রশ্ন-১৫২. বাংলাদেশে আর্থ-সামাজিক অবস্থার সাথে সামঞ্জস্য রেখে জনসংখ্যা নীতি প্রণয়ন করা হয়। এ নীতির ২টি মূল লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য লেখো।

উত্তর: বাংলাদেশের জনসংখ্যানীতির ২টি মূল লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য হলো—

১. পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচি ও প্রজনন স্বাস্থ্যসেবা জোরদার করা।

২. শিশু ও নারীর অপুষ্টির হার কমিয়ে আনা।

■ পাঠ-২: জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগ ▶বোর্ড বই, পৃষ্ঠা-১০৫

প্রশ্ন-১৫৩. জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কমিয়ে আনার জন্য সরকার প্রাথমিক ও গণশিক্ষাকে অগ্রাধিকার দিয়েছে। এর দুটি কারণ লেখো।

উত্তর: জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে সরকার প্রাথমিক ও গণশিক্ষাকে অগ্রাধিকার দেওয়ার দুটো কারণ হলো—

১. নিরক্ষরতা দূরীকরণ,

২. সাক্ষরতার হার বাড়ানো।

প্রশ্ন-১৫৪. নারীশিক্ষার প্রসারে সরকার বেশি গুরুত্ব দিয়েছে কেন? [বোর্ড বইয়ের নমুনা প্রশ্ন নং-২]

উত্তর: জনসংখ্যা বৃদ্ধির বর্তমান হার কমিয়ে আনার জন্য সরকার নারী শিক্ষার প্রসারে বেশি গুরুত্ব দিয়েছে। কারণ, শিক্ষিত নারী সমাজ ও রাষ্ট্রে অধিক ভূমিকা রাখতে পারবে। আর নারীরা আয়বৃদ্ধিমূলক কাজে অংশগ্রহণ করলে ছোট পরিবার গড়ে তুলতে এবং জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে সচেতন হবে।

প্রশ্ন-১৫৫. NGO গুলো কীভাবে বাংলাদেশের জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে ভূমিকা রাখছে? ব্যাখ্যা করো। [বোর্ড বইয়ের নমুনা প্রশ্ন নং-৩]

উত্তর: NGO গুলো কমিউনিটিভিত্তিক পরিবার পরিকল্পনা প্রকল্পের আওতায় গ্রাম ও শহরের দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে পরিবার ছোট রাখার জন্য পরামর্শ ও উৎসাহ প্রদান করছে। পাশাপাশি বাল্যবিবাহ রোধে উদ্বুদ্ধকরণ, প্রশিক্ষণ ও সচেতনতা কার্যক্রম এবং ধর্মীয় নেতাদের উদ্বুদ্ধকরণ কর্মসূচির মাধ্যমে NGO গুলো বাংলাদেশের জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে ভূমিকা রাখছে।

■ পাঠ-৩: জনসংখ্যার সাথে জনসম্পদের সম্পর্ক ▶বোর্ড বই, পৃষ্ঠা-১০৬

প্রশ্ন-১৫৬. জনসংখ্যার সাথে জনসম্পদের সম্পর্ক ব্যাখ্যা করো। [মিরপুর ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ, ঢাকা]

উত্তর: দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে জনগণের মাথাপিছু জমি ও সম্পদের পরিমাণ কমে যাচ্ছে। জনসংখ্যা বেশি হওয়ায় কর্মহীন মানুষের সংখ্যা বাড়ছে। তাই জনসংখ্যাকে জনসম্পদে পরিণত করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে। এক্ষেত্রে দেশের অশিক্ষিত ও কর্মহীন জনগোষ্ঠী বিশেষ করে তরুণদের জন্য শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও উপযুক্ত কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে জনসংখ্যাকে জনসম্পদে পরিণত করা সম্ভব।

প্রশ্ন-১৫৭. বাংলাদেশ সরকার দেশকে দ্রুত অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে নেওয়ার লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। এক্ষেত্রে তুমি সরকারকে কী পরামর্শ দিবে? দুটি বাক্যে লেখো।

উত্তর: দেশকে দ্রুত অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে নেওয়ার জন্য আমি বাংলাদেশ সরকারকে যে পরামর্শ দিবো—

১. তরুণদের জন্য উৎপাদনমুখী খাতের চাহিদা অনুযায়ী শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।

২. কর্মহীন জনগোষ্ঠীর জন্য উপযুক্ত কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা।

■ পাঠ-৪: জনসংখ্যাকে জনসম্পদে রূপান্তরের কৌশল ▶বোর্ড বই, পৃষ্ঠা-১০৭

প্রশ্ন-১৫৮. জনসংখ্যা কখন জনসম্পদে পরিণত হয়? ব্যাখ্যা করো। [জুনিয়র বৃত্তি পরীক্ষা ২০২৩]

উত্তর: উপযুক্ত পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হলে জনসংখ্যা জনসম্পদে পরিণত হয়। সম্পদ যেখানে সীমিত, সেখানে একটি দেশের বিশাল জনসংখ্যা তার জন্য বিরাট সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। এক্ষেত্রে তথ্য-প্রযুক্তির ব্যবহার বৃদ্ধি, কর্মমুখী শিক্ষার প্রসার এবং জ্ঞানভিত্তিক সমাজ গড়ে তুললে জনসম্পদ তৈরি হয়। পাশাপাশি উৎপাদনমুখী খাতের চাহিদা অনুযায়ী শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রম গ্রহণ করলেও জনসংখ্যা জনসম্পদে পরিণত হয়।

প্রশ্ন-১৫৯. জনসংখ্যাকে জনসম্পদ হিসেবে গড়ে তুলতে তোমার প্রস্তাবিত দুটি পরিকল্পনার কথা লেখো।

উত্তর: জনসংখ্যাকে জনসম্পদ হিসেবে গড়ে তুলতে আমার প্রস্তাবিত দুটি পরিকল্পনা হলো—

১. ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্পের বিস্তার করা।

২. তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিকে অগ্রাধিকার দিয়ে দক্ষ মানবসম্পদ গড়ে তোলা।

Visit Our Website: all.talukdaracademy.com.bd

Visit Our Website: all.talukdaracademy.com.bd

একাদশ অধ্যায় বাংলাদেশে জলবায়ু ও দুর্যোগ মোকাবিলা

■ পাঠ-১: বৈশ্বিক উষ্ণায়নের ধারণা ▶বোর্ড বই, পৃষ্ঠা-১০৯

প্রশ্ন-১৬০. গ্রিনহাউস প্রতিক্রিয়া কাকে বলে? এটি পৃথিবীকে কীভাবে ঘিরে আছে?

উত্তর: মানবসৃষ্ট বিভিন্ন কারণে পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হয়ে সৃষ্ট সমস্যাগুলোর একটি হচ্ছে গ্রিনহাউস প্রতিক্রিয়া। গ্রিনহাউস মূলত কতগুলো গ্যাসের সমন্বয়ে গঠিত একটি আচ্ছাদন। এটি পৃথিবীর চারপাশে বায়ুমণ্ডলে চাদরের মতো ঘিরে আছে। যা পৃথিবীর তাপমাত্রা বৃদ্ধিতে প্রভাব ফেলে।

প্রশ্ন-১৬১. বৈশ্বিক উষ্ণায়ন কী? ব্যাখ্যা করো।

[রায়পুরা কামিনী কিশোর মৌলিক সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়, নরসিংদী]

উত্তর: বৈশ্বিক উষ্ণায়ন হলো পৃথিবীর তাপমাত্রা বাড়ার প্রক্রিয়া। বায়ুমণ্ডলে নির্দিষ্ট কিছু গ্যাসের পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়ায় প্রতিফলিত তাপ সম্পূর্ণভাবে মহাশূন্যে মিলিয়ে না গিয়ে বায়ুমণ্ডলকে উত্তপ্ত করে, ফলে পৃথিবীর তাপমাত্রা বৃদ্ধি পায়। এটিই বৈশ্বিক উষ্ণায়ন নামে পরিচিত।

■ পাঠ-২: বৈশ্বিক উষ্ণায়নের কারণ ও প্রভাব ▶বোর্ড বই, পৃষ্ঠা-১১০

প্রশ্ন-১৬২. গ্রিনহাউস গ্যাস কাকে বলে? মনুষ্য সৃষ্ট গ্রিনহাউস গ্যাস এর উদাহরণ দাও।

উত্তর: বৈশ্বিক উষ্ণায়নের জন্য দায়ী বায়ুমণ্ডলের গৌণ গ্যাসগুলোকে গ্রিনহাউস গ্যাস বলে। মনুষ্য সৃষ্ট গ্রিনহাউস গ্যাসগুলো হলো— সিএফসি (ক্লোরো ফ্লোরো কার্বন), এইচসিএফসি (হাইড্রো ক্লোরো ফ্লোরো কার্বন), হ্যালন ইত্যাদি।

প্রশ্ন-১৬৩. বৈশ্বিক উষ্ণায়নের প্রধান কারণটি ব্যাখ্যা করো।

[বোর্ড বইয়ের নমুনা প্রশ্ন নং-৩]

উত্তর: বৈশ্বিক উষ্ণায়নের প্রধান কারণ হলো বায়ুমণ্ডলের গ্রিনহাউস গ্যাসের পরিমাণ বৃদ্ধি। গ্রিনহাউস গ্যাসগুলোর মধ্যে গত এক শতাব্দীতে বায়ুমণ্ডলে কার্বন ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ বেড়েছে শতকরা ২৫ ভাগ। নাইট্রাস অক্সাইডের পরিমাণ শতকরা ১৯ ভাগ এবং মিথেনের পরিমাণ বেড়েছে ১০০ ভাগ। যা বৈশ্বিক উষ্ণায়নের প্রধান কারণ।

প্রশ্ন-১৬৪. বৈশ্বিক উষ্ণায়নের কারণে মানবদেহে কী কী রোগের সৃষ্টি হতে পারে এবং কেন?

উত্তর: বৈশ্বিক উষ্ণায়নের কারণে পৃথিবীপৃষ্ঠের তাপমাত্রা বৃদ্ধি এবং সূর্যের অতিবেগুনি রশ্মি সরাসরি পৃথিবীতে আসার ফলে মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীর বিভিন্ন প্রকারের মারাত্মক রোগ সৃষ্টি হয়। যেমন— ক্যান্সার, চর্মরোগসহ নানা ধরনের নতুন রোগের আবির্ভাব ঘটে।

■ পাঠ-৩: দুর্যোগের ধারণা ও ধরন ▶বোর্ড বই, পৃষ্ঠা-১১৩

প্রশ্ন-১৬৫. দুর্যোগ কাকে বলে? এটি কয় ধরনের?

উত্তর: কোনো প্রাকৃতিক বা মানবসৃষ্ট অবস্থা যখন অস্বাভাবিক ও অসহনীয় পরিবেশের সৃষ্টি করে এবং এর ফলে শস্য ও সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি হয় তখন তাকে দুর্যোগ বলে। দুর্যোগ দুই ধরনের— ১. প্রাকৃতিক এবং ২. মানবসৃষ্ট দুর্যোগ।

প্রশ্ন-১৬৬. প্রাকৃতিক দুর্যোগ কাকে বলে? উদাহরণ দাও।

উত্তর: প্রাকৃতিক কোনো দুর্ঘটনা বা বিপর্যয় যখন কোনো জনপদের স্বাভাবিক জীবনযাত্রাকে বিপর্যস্ত করে তোলে তখন তাকে আমরা প্রাকৃতিক দুর্যোগ বলি। যেমন— বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস, টর্নেডো, ভূমিকম্প, খরা, নদীভাঙন, সুনামি, আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত প্রভৃতি।

■ পাঠ-৪ ও ৫: বিভিন্ন ধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগ ▶বোর্ড বই, পৃষ্ঠা-১১৪

প্রশ্ন-১৬৭. সুনামি কী? ব্যাখ্যা করো। *[ভিকারুননিসা নূন স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা]*

উত্তর: সমুদ্র তীরের ঢেউ হতে সৃষ্ট এক ধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগ হলো সুনামি। সমুদ্রের তলদেশে প্রচণ্ড ভূমিকম্প বা অগ্ন্যুৎপাতের ফলে, কিংবা অন্য কোনো কারণে ভূ-আলোড়নের সৃষ্টি হলে বিস্তৃত এলাকা জুড়ে প্রবল ঢেউয়ের সৃষ্টি হয়। এই প্রবল ঢেউ উপকূলে এসে তীব্র বেগে আছড়ে পড়ে সুনামি সৃষ্টি করে।

প্রশ্ন-১৬৮. ভূমিধস কেন হয়? *[ময়মনসিংহ জিলা স্কুল]*

উত্তর: পাহাড়ি এলাকায় বর্ষাকালে পাহাড়ের মাটি ধসে ভূমিধস নামক প্রাকৃতিক দুর্যোগ ঘটতে পারে। সাধারণত দীর্ঘমেয়াদি ও ভারি বৃষ্টিপাতের কারণে ভূমিধস হতে পারে। তাছাড়া মানুষ ব্যাপকহারে গাছপালা ও পাহাড় কাটার ফলেও ভূমিধস ঘটতে পারে।

■ পাঠ-৬: প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণ ▶বোর্ড বই, পৃষ্ঠা-১১৬

প্রশ্ন-১৬৯. বাংলাদেশের প্রাকৃতিক দুর্যোগের অন্যতম কারণ কী? ব্যাখ্যা করো।

উত্তর: ভৌগোলিক অবস্থান বাংলাদেশের প্রাকৃতিক দুর্যোগের অন্যতম কারণ। বাংলাদেশের উত্তরে হিমালয় পর্বত এবং দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর অবস্থিত। দক্ষিণাঞ্চলে পাহাড়, পর্বত, টিলা বা এমন কোনো প্রাকৃতিক বাধা নেই যা ঘূর্ণিঝড় বা জলোচ্ছ্বাসে স্বাভাবিক প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারে।

প্রশ্ন-১৭০. বাংলাদেশ ভূমিকম্পের জন্য উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ— ব্যাখ্যা করো।

উত্তর: বাংলাদেশ ভূমিকম্পের উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ দেশের তালিকায় রয়েছে। বিশেষ করে ঢাকা, সিলেট, রংপুর ও চট্টগ্রাম অঞ্চলে ঝুঁকি বেশি। পাশাপাশি জনসংখ্যার ঘনত্ব, অপরিকল্পিত অবকাঠামো ও নগরায়ণের কারণে ভূমিকম্প হলে বাংলাদেশে বড় ধরনের ক্ষয়ক্ষতির আশংকা রয়েছে।

■ পাঠ-৭: বাংলাদেশের জীবন ও অর্থনীতির উপর দুর্যোগের প্রভাব ▶বোর্ড বই, পৃষ্ঠা-১১৭

প্রশ্ন-১৭১. বাংলাদেশে বিভিন্ন ধরনের দুর্যোগের কারণে অধিক ক্ষতির সম্মুখীন হয় কারা এবং কেন?

উত্তর: বিভিন্ন ধরনের দুর্যোগের কারণে এদেশের দরিদ্র মানুষই অধিক ক্ষতির সম্মুখীন হয়। দরিদ্রতার কারণে অধিকাংশ জনগোষ্ঠী প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলা করার সামর্থ হারায়। আবার, তাদের অধিকাংশই সাধারণত দুর্যোগের ঝুঁকিপূর্ণ এলাকায় বসবাস করে বলে দুর্যোগের প্রথম শিকার হয়।

■ পাঠ-৮: দুর্যোগ মোকাবিলায় করণীয় ▶বোর্ড বই, পৃষ্ঠা-১১৮

প্রশ্ন-১৭২. ঘূর্ণিঝড় ও বন্যার সময় কীভাবে প্রয়োজনীয় জিনিস, খাবার ও বিশুদ্ধ পানি সংরক্ষণ করা যায়?

উত্তর: বন্যার সময় প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র পলিথিন বা পানিরোধক প্যাকেটে মুড়ে ঘরের চালের নিচে পাটাতনে রাখার ব্যবস্থা করতে হবে। ঘূর্ণিঝড়ের পূর্বাভাস পাবার সঙ্গে সঙ্গে খাবার পানি কলসিতে ভরে ভালো করে ঢেকে পলিথিন দিয়ে বেঁধে রাখতে হবে। সেই সাথে কিছু শুকনো খাবার, যেমন— চিড়া, মুড়ি, গুড় একটি পাত্রে ভরে ভালো করে পলিথিন বা প্লাস্টিক ব্যাগে মুড়ে মাটির নিচে পুতে রাখতে হবে।

প্রশ্ন-১৭৩. নদীভাঙন মোকাবিলায় কেমন প্রস্তুতি নেওয়া উচিত?

[ভিকারুননিসা নূন স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা]

উত্তর: কোথাও নদীভাঙনের আশঙ্কা দেখা দিলে প্রথমেই জীবন ও সম্পদ রক্ষার প্রস্তুতি নিতে হবে। কোথায় আশ্রয় নেওয়া যায় তা আগে থেকেই ঠিক করতে হবে। তাছাড়া সময় থাকতে শিশু, বৃদ্ধ, গর্ভবতী নারী, প্রসূতি ও প্রতিবন্ধীদের নিরাপদ আশ্রয়ে বা আত্মীয়ের বাড়ি পাঠাতে হবে। বাড়ির হাঁস, মুরগি, গরু, ছাগল নিরাপদ স্থানে সরিয়ে রাখতে হবে। ঘরের মূল্যবান সামগ্রী ও দলিলপত্র আগে থেকে নিরাপদ স্থানে সরাতে হবে। ভাঙন কাছাকাছি আসার আগেই গোয়ালঘর, রান্নাঘর ও থাকার ঘর নিরাপদ স্থানে সরাতে হবে।

প্রশ্ন-১৭৪. ভূমিকম্পপ্রবণ এলাকা কাকে বলে? বাংলাদেশের এমন এলাকাগুলোর নাম লেখো।

উত্তর: বাংলাদেশের যেসব অঞ্চল বেশি ভূমিকম্প ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে সেগুলো ভূমিকম্পপ্রবণ এলাকা। বাংলাদেশের ভূমিকম্পপ্রবণ এলাকাগুলো হলো— দিনাজপুর, রংপুর, বগুড়া, টাঙ্গাইল, ঢাকা, কুমিল্লা, চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার।

প্রশ্ন-১৭৫. দুর্যোগ মোকাবিলায় সতর্ক সংকেতের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করো। *[বোর্ড বইয়ের নমুনা প্রশ্ন নং-২]*

উত্তর: দুর্যোগ মোকাবিলায় সতর্ক সংকেতের প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। কেননা সতর্ক সংকেতের ভিত্তিতেই মানুষ আগাম বিপদের প্রস্তুতি নিতে পারে। আশ্রয় কেন্দ্রে গিয়ে আশ্রয় নিতে পারে। এর ফলে জান-মালের ক্ষয়ক্ষতি হ্রাস পায়।

Visit Our Website: all.talukdaracademy.com.bd

Visit Our Website: all.talukdaracademy.com.bd

দ্বাদশ অধ্যায় — বাংলাদেশের প্রাকৃতিক সম্পদ

■ পাঠ-১: বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রাকৃতিক সম্পদ ▶বোর্ড বই, পৃষ্ঠা-১২৬

প্রশ্ন-১৭৬. কোন ধরনের সম্পদকে প্রাকৃতিক সম্পদ বলে? উদাহরণ দাও।

উত্তর: প্রকৃতির কাছ থেকে পাওয়া সব বস্তুকেই প্রাকৃতিক সম্পদ বলা হয়। পানি, বায়ু, মাটি, গাছপাতা, জীবজন্তু, খনিজ দ্রব্য ইত্যাদি প্রাকৃতিক সম্পদের উদাহরণ।

প্রশ্ন-১৭৭. নদ-নদীর দুটি ব্যবহার লেখো।

উত্তর: নদ-নদীর দুটি ব্যবহার হলো—
১. নদ-নদী মালামাল পরিবহনের সহজ মাধ্যম এবং
২. নদীর পানি-প্রবাহ থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা যায়।

প্রশ্ন-১৭৮. কয়লা কোন ধরনের প্রাকৃতিক সম্পদ? এরকম কয়েকটি সম্পদের নাম উল্লেখ করো।

উত্তর: কয়লা এক ধরনের খনিজ সম্পদ। এরূপ আরও কয়েকটি খনিজ সম্পদের নাম হলো— গ্যাস, চুনাপাথর, চিনামাটি, সিলিকা, বালি ইত্যাদি।

প্রশ্ন-১৭৯. দুই বাক্যে আমাদের জীবনে বনজসম্পদের গুরুত্ব লেখো।

উত্তর: আমাদের জীবনে বনজসম্পদের দুটি গুরুত্ব হলো—
১. বনের গাছপালা দিয়ে ঘরবাড়ি ও আসবাব তৈরি করা যায়।
২. বন প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষা করে।

■ পাঠ-২: আর্থ-সামাজিক অগ্রগতিতে প্রাকৃতিক সম্পদের ভূমিকা ▶বোর্ড বই, পৃষ্ঠা-১২৭

প্রশ্ন-১৮০. প্রাচীনকালের মানুষ কীভাবে কৃষিভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তোলে?

উত্তর: প্রাচীনকালের মানুষ বন থেকে ফলমূল সংগ্রহ করত এবং পশু শিকার করে তার মাংস খেতো। তারপর তারা ফসল ফলাতে শেখে এবং এভাবেই কৃষিভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থা তৈরি করে।

প্রশ্ন-১৮১. মানুষের আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থা গড়ে ওঠার পদ্ধতি বর্ণনা করো।

উত্তর: প্রাচীনকালে মানুষ বন থেকে ফলমূল সংগ্রহ করত এবং পশু শিকার করে তার মাংস খেতো। তারপর তারা ফসল ফলাতে শেখে এবং কৃষিভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থা তৈরি করে। এভাবে খাদ্য ও অন্যান্য পণ্য উৎপাদন, বণ্টন ও ভোগকে কেন্দ্র করেই মানুষের আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থা গড়ে ওঠে।

প্রশ্ন-১৮২. মানুষ নিজেদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা উন্নত করার সাথে প্রকৃতিকে ধ্বংস করছে— ব্যাখ্যা করো।
[বীরশ্রেষ্ঠ মুন্সী আব্দুর রউফ পাবলিক কলেজ, ঢাকা]

উত্তর: প্রাচীনকাল থেকে শুরু করে মধ্যযুগ পর্যন্ত মানুষ নিজের প্রয়োজনে ব্যবহৃত প্রাকৃতিক সম্পদকে রূপান্তর করে ব্যবহার করেছে। আধুনিককালে মানুষ কয়লা, লোহা, পাথর, স্বর্ণ, রৌপ্য, গ্যাস ইত্যাদি খনিজ পদার্থ উত্তোলন করতে শিখেছে। তারা প্রকৃতির সম্পদকে দক্ষতার সাথে ব্যবহারের জন্য তৈরি করছে বিভিন্ন ধরনের আধুনিক যন্ত্র। আর এভাবেই মানুষ নিজেদের আর্থ-সামাজিক অবস্থাকে দ্রুত উন্নত করতে গিয়ে প্রকৃতিকে ধ্বংস করছে।

প্রশ্ন-১৮৩. প্রাণিজ সম্পদের ব্যবহার বাড়লে কোন ধরনের সুফল পাওয়া যাবে? দুইটি বাক্যে লেখো।

উত্তর: প্রাণিজ সম্পদ ব্যবহার বাড়লে যে সুফল পাওয়া যাবে তা হলো—
১. সুষম খাদ্যের অভাব পূরণ হবে;
২. লক্ষ লক্ষ খামার সৃষ্টির ফলে বহু মানুষের কর্মসংস্থান হবে।

■ পাঠ-৩: বাংলাদেশের জীববৈচিত্র্য ▶বোর্ড বই, পৃষ্ঠা-১২৮

প্রশ্ন-১৮৪. জীববৈচিত্র্য রক্ষা করা জরুরি কেন? ব্যাখ্যা করো।
[জুনিয়র বৃত্তি পরীক্ষা, ২০২৫]

উত্তর: পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য জীববৈচিত্র্য রক্ষা করা প্রয়োজন। প্রকৃতিতে সব রকমের জীব যে নিয়মে বেঁচে থাকে তাকেই সংক্ষেপে জীববৈচিত্র্য বলা হয়। মানুষ, প্রাণী ও কীটপতঙ্গসহ জীবজগৎ প্রকৃতির মধ্যে ভারসাম্য বজায় রেখেই বেঁচে থাকে। জীববৈচিত্র্য যদি ক্ষতিগ্রস্ত হয় তাহলে প্রকৃতির ভারসাম্য নষ্ট হয় এবং পরিবেশের বিপর্যয় ঘটবে। তাই জীববৈচিত্র্য রক্ষা করা খুবই জরুরি।

প্রশ্ন-১৮৫. জীববৈচিত্র্য কী? জীবজগতের বিভিন্ন প্রাণী ও তরুলতার মৃত্যু ঘটে কেন?

উত্তর: প্রকৃতির মধ্যে সব রকমের জীব যে নিয়মে বেঁচে থাকে তাকেই সংক্ষেপে জীববৈচিত্র্য বলা হয়। জলবায়ু ও তাপমাত্রার নানা পরিবর্তনের ফলে জীবজগতের বিভিন্ন প্রাণী ও তরুলতার মৃত্যু ঘটে।

প্রশ্ন-১৮৬. "জীবজগতের সকল উদ্ভিদ ও প্রাণী একে অন্যের ওপর নির্ভরশীল"— ব্যাখ্যা করো।
[ইসলামিক এডুকেশনাল ট্রাস্ট (আই.ই.টি) সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়, নারায়ণগঞ্জ]

উত্তর: জীবজগতের সবুজ গাছপালা বাতাসে যে অক্সিজেন ছড়িয়ে দিচ্ছে তা গ্রহণ করে প্রাণীরা বেঁচে থাকে। আবার প্রাণীদের কাছ থেকে প্রয়োজনীয় নাইট্রোজেন পায় গাছপালা। এভাবেই তারা একে অন্যের ওপর নির্ভরশীল।

প্রশ্ন-১৮৭. জীববৈচিত্র্য রক্ষায় দুটি করণীয় লেখো।

উত্তর: জীববৈচিত্র্য রক্ষায় দুটি করণীয় হলো—
১. জনসংখ্যা কমিয়ে আনতে হবে;
২. কৃষি জমি নষ্ট করা যাবে না।

■ পাঠ-৪: বাংলাদেশের প্রধান প্রধান শিল্প ▶বোর্ড বই, পৃষ্ঠা-১৩০

প্রশ্ন-১৮৮. পাটশিল্পের দুটি অর্থনৈতিক গুরুত্ব লেখো।

উত্তর: পাটশিল্পের দুটি অর্থনৈতিক গুরুত্ব হলো—
১. পাট বিক্রি করে কৃষক তার পরিবারের আর্থিক চাহিদা পূরণ করতে পারে;
২. পাট দিয়ে নানা পণ্য সামগ্রী উৎপাদনের সম্ভাবনা রয়েছে।

প্রশ্ন-১৮৯. কোন দশকে বাংলাদেশে পোশাক শিল্পের অগ্রযাত্রা শুরু হয়? উক্ত শিল্পের বর্তমান অবস্থা কী?

উত্তর: গত শতকের আশির দশকে পোশাক শিল্পের অগ্রযাত্রা শুরু হয়। বর্তমানে দেশে প্রায় তিন হাজারের অধিক পোশাকশিল্প ইউনিট রয়েছে। এতে প্রায় ৪০ লক্ষ শ্রমিক কাজ করছে।

প্রশ্ন-১৯০. বাংলাদেশের ঔষধ শিল্পের সম্ভাবনা সম্পর্কে দুটি বাক্য লেখো।

উত্তর: বাংলাদেশের ঔষধ শিল্পের সম্ভাবনা সম্পর্কে দুটি বাক্য হলো—
১. বাংলাদেশে বর্তমানে সরকারি-বেসরকারি উদ্যোগে বেশ কয়েকটি ঔষধ কোম্পানি তৈরি হয়েছে;
২. বর্তমানে রপ্তানিমুখী শিল্প হিসেবে ঔষধের সম্ভাবনার কথা গুরুত্বের সঙ্গে ভাবা হচ্ছে।

প্রশ্ন-১৯১. চিংড়িকে বাংলাদেশের 'সাদা সোনা' বলা হয় কেন?
[ব্রাহ্মন্দী কামিনী কিশোর মৌলিক সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়, নরসিংদী]

উত্তর: বাংলাদেশের অর্থনীতিতে চিংড়ি মাছের গুরুত্ব অপরিসীম। চিংড়ি রপ্তানি করে বাংলাদেশ প্রতিবছর বিপুল বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে, এছাড়াও লাখ লাখ মানুষের কর্মসংস্থান সৃষ্টি করে যা দেশের অর্থনীতিতে সোনার মতোই অবদান রাখে। তাই চিংড়িকে বাংলাদেশের 'সাদা সোনা' বলা হয়।

■ পাঠ-৫: বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে শিল্পের অবদান ▶বোর্ড বই, পৃষ্ঠা-১৩২

প্রশ্ন-১৯২. আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে শিল্পের ভূমিকা ব্যাখ্যা করো।
[বোর্ড বইয়ের নমুনা প্রশ্ন নং-৩]

উত্তর: আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে শিল্পের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমান বিশ্ব ব্যবস্থায় অত্যন্ত দ্রুত শিল্পায়ন ঘটছে। নতুন নতুন প্রযুক্তির ব্যবহার ঘটিয়ে মানুষ বিভিন্ন ধরনের পণ্য-সামগ্রী তৈরি করছে। সেসব পণ্য নিয়ে তারা ব্যবসা-বাণিজ্য করছে, জীবন-জীবিকা নির্বাহ করছে। দেশি-বিদেশি শিল্পোদ্যোক্তাদের নিজ দেশে পুঁজি বিনিয়োগ ও শিল্প প্রতিষ্ঠার জন্য আমন্ত্রণ জানাচ্ছে। এর ফলে অর্থনীতির ব্যাপক উন্নয়ন ঘটছে। আর অর্থনৈতিক উন্নয়নই দেশের জনগণের অবস্থার পরিবর্তন ঘটাতে সহায়তা করে।

প্রশ্ন-১৯৩. আধুনিক জীবনব্যবস্থা বলতে কী বোঝ?

উত্তর: বর্তমানে মানুষ চাকরি, ব্যবসা-বাণিজ্য, শিক্ষকতা, আইন ব্যবস্থাসহ নতুন নতুন পেশায় যুক্ত হচ্ছে। এভাবে মানুষ শিল্প ও প্রযুক্তির সঙ্গে যুক্ত হয়ে যে আর্থ-সামাজিক জীবনব্যবস্থা গড়ে তোলছে তাকে আমরা সংক্ষেপে আধুনিক জীবনব্যবস্থা বলি।

Visit Our Website: all.talukdaracademy.com.bd

Visit Our Website: all.talukdaracademy.com.bd

ত্রয়োদশ অধ্যায় বাংলাদেশ এবং বিভিন্ন আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সহযোগী সংস্থা

■ পাঠ-১: ইউনিসেফ (UNICEF)
▶ বোর্ড বই, পৃষ্ঠা-১৩৭

প্রশ্ন-১৯৪. আন্তর্জাতিক সংস্থা কাকে বলে? উদাহরণ দাও।

উত্তর: বর্তমান বিশ্বের দেশগুলো একে অপরের ওপর কমবেশি নির্ভরশীল। এছাড়া উন্নয়নশীল দেশগুলোতে রয়েছে নানা ধরনের সমস্যা। এসব সমস্যা সমাধান, বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠা ও নিজেদের উন্নয়নের লক্ষ্যে বিশ্বজুড়ে যেসব সংস্থা গড়ে উঠেছে সেগুলোই আন্তর্জাতিক সংস্থা। যেমন— জাতিসংঘ, ওআইসি, জোট নিরপেক্ষ আন্দোলন, ইউনেস্কো প্রভৃতি।

প্রশ্ন-১৯৫. ইউনিসেফ গঠনের কারণ কী ছিলো? কত সালের পর থেকে সংস্থাটি শিশুদের কল্যাণে কাজ করছে?

উত্তর: ২য় বিশ্বযুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্ত শিশুদের ত্রাণ সাহায্য প্রদানের লক্ষ্যে ১৯৪৬ সালে ইউনিসেফ গঠন করা হয়। ১৯৫০ সালের পর থেকে এটি বিশ্বের স্বল্পোন্নত ও উন্নয়নশীল দেশের শিশুদের কল্যাণে কাজ করে আসছে।

■ পাঠ-২: ইউনেস্কো (UNESCO)
▶ বোর্ড বই, পৃষ্ঠা-১৩৭

প্রশ্ন-১৯৬. UNESCO-এর প্রধান লক্ষ্যগুলো লেখো।

উত্তর: UNESCO-এর প্রধান লক্ষ্য হলো— শিক্ষা, বিজ্ঞান, সংস্কৃতি ও যোগাযোগের ক্ষেত্রে বিভিন্ন জাতির মধ্যে সহযোগিতা সৃষ্টির মাধ্যমে শান্তি ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। সংস্থাটি পৃথিবীর সব মানুষের মধ্যে ন্যায়বিচার, আইনের শাসন ও মানবাধিকারের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ জাগ্রত করার লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে।

প্রশ্ন-১৯৭. বাংলাদেশে ইউনেস্কো কমিশন গঠন করা হয় কেন?
[বোর্ড বইয়ের নমুনা প্রশ্ন নং-১]

উত্তর: বাংলাদেশে ইউনেস্কোর কর্মসূচি বাস্তবায়নে সহায়তা করার জন্য ইউনেস্কো কমিশন গঠন করা হয়। বাংলাদেশ সরকার ১৯৭৩ সালে 'বাংলাদেশ ইউনেস্কো কমিশন' গঠন করে। ইউনেস্কো বাংলাদেশ থেকে নিরক্ষরতা দূরীকরণ, বিশেষ করে বয়স্কদের শিক্ষা, বিজ্ঞান শিক্ষার উন্নয়ন, যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

প্রশ্ন-১৯৮. ইউনেস্কোকে জাতিসংঘের সামাজিক সংস্থা বলা হয় কেন? ব্যাখ্যা করো।

উত্তর: সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্য নিয়ে কাজ করে বলে ইউনেস্কোকে জাতিসংঘের সামাজিক সংস্থা বলা হয়। ইউনেস্কোর প্রধান লক্ষ্য হলো শিক্ষা, বিজ্ঞান, সংস্কৃতি ও যোগাযোগের ক্ষেত্রে বিভিন্ন জাতির মধ্যে সহযোগিতা সৃষ্টির মাধ্যমে বিশ্বে শান্তি ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। পৃথিবীর সব মানুষের মধ্যে ন্যায়বিচার, আইনের শাসন ও মানবাধিকারের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ জাগ্রত করার লক্ষ্যে ইউনেস্কো কাজ করে যাচ্ছে।

■ পাঠ-৩: ইউএনডিপি (UNDP)
▶ বোর্ড বই, পৃষ্ঠা-১৩৮

প্রশ্ন-১৯৯. ইউএনডিপি'র প্রধান কাজগুলো লেখো।
[রাজকন্যা কামিনী কিশোর মৌলিক সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়, নরসিংদী]

উত্তর: ইউএনডিপি'র প্রধান কাজের ক্ষেত্র ৬টি। যথা— গণতান্ত্রিক শাসন প্রতিষ্ঠা; দারিদ্র্য দূরীকরণ; সংকট মোকাবিলা; পরিবেশ ও এনার্জি সংরক্ষণ; তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি এবং এইচআইভি ও এইডস।

প্রশ্ন-২০০. বাংলাদেশে ইউএনডিপি'র অবদান লেখো।

উত্তর: ইউএনডিপি বাংলাদেশ থেকে দারিদ্র্য দূরীকরণ, গ্রামাঞ্চলে আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, নারী উন্নয়ন, সুশাসন, গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা ও পরিবেশের উন্নয়ন ইত্যাদি বিভিন্ন ক্ষেত্রে সাহায্য ও সহযোগিতা করছে।

■ পাঠ-৪ ও ৫: বিশ্ব খাদ্য সংস্থা (FAO); বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO)
▶ বোর্ড বই, পৃষ্ঠা-১৩৮-১৩৯

প্রশ্ন-২০১. FAO পূর্ণরূপ কী? সংস্থাটির প্রধান লক্ষ্য কী?

উত্তর: FAO হচ্ছে— Food and Agriculture Organization বা বিশ্ব খাদ্য ও কৃষি সংস্থা। ক্ষুধা ও অপুষ্টি দূরীকরণের মাধ্যমে বিশ্বে খাদ্য নিরাপত্তা ব্যবস্থা গড়ে তোলা, কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি এবং জনগণের জীবনমান উন্নয়ন হচ্ছে FAO-এর প্রধান লক্ষ্য।

প্রশ্ন-২০২. ফাও (FAO)-এর দুটি কাজ উল্লেখ করো।

উত্তর: ফাও-এর দুটি কাজ হচ্ছে—
১. জরুরি পরিস্থিতি মোকাবিলায় সহায়তা করা;
২. ঝড় ও অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত ক্ষুদে ও প্রান্তিক চাষিদের প্রযুক্তিগত সহায়তা দেওয়া।

প্রশ্ন-২০৩. বাংলাদেশের খাদ্য সমস্যা সমাধানে বিশ্ব খাদ্য সংস্থার ভূমিকা বর্ণনা করো।
[বোর্ড বইয়ের নমুনা প্রশ্ন নং-২]

উত্তর: বাংলাদেশের খাদ্য সমস্যা সমাধানে বিশ্ব খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (FAO) গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বাংলাদেশ খাদ্যে পুরোপুরি স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। উপরন্তু প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে প্রায়ই আমাদের দেশে খাদ্য সংকট দেখা দেয়। এই সমস্যার মোকাবিলায় একটি খাদ্য নিরাপত্তা ব্যবস্থা গড়ে তুলতে বিশ্ব খাদ্য সংস্থা সরকারকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও সাহায্য দেয়। এছাড়াও সংস্থাটি খাদ্যদ্রব্য সরবরাহে সহায়তা ও কৃষির উন্নয়নে পরামর্শ দিয়ে থাকে।

প্রশ্ন-২০৪. বাংলাদেশের জনস্বাস্থ্য উন্নয়নে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার ভূমিকা ব্যাখ্যা করো।
[বোর্ড বইয়ের নমুনা প্রশ্ন নং-৩]

উত্তর: বাংলাদেশের জনস্বাস্থ্য উন্নয়নে 'বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা' গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। সংস্থাটি দেশ থেকে সংক্রামক ব্যাধি দূর করতে সাহায্য করছে। এছাড়া শিশুদের ৬টি ঘাতক রোগ (হাম, ডিপথেরিয়া, টিটেনাস, যক্ষ্মা, পোলিও, হুপিং কাশি) প্রতিরোধেও সংস্থাটি অবদান রাখছে। পাশাপাশি দেশ থেকে ম্যালেরিয়া দূরীকরণ, বিশুদ্ধ পানির ব্যবস্থা, পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নতি, মাতৃ ও শিশু মৃত্যুহার কমানোর জন্যও কাজ করছে সংস্থাটি। কলেরা ও ডায়রিয়া নিয়ন্ত্রণেও বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার অবদান উল্লেখযোগ্য।

■ পাঠ-৬: জাতিসংঘ জনসংখ্যা তহবিল (UNFPA)
▶ বোর্ড বই, পৃষ্ঠা-১৪০

প্রশ্ন-২০৫. UNFPA গঠনের কারণ কী ছিলো? ব্যাখ্যা করো।

উত্তর: উন্নয়নশীল দেশগুলোর জনসংখ্যা সংক্রান্ত সমস্যা সমাধানে সহায়তা প্রদানের জন্য UNFPA গঠন করা হয়। সংস্থাটি জনসংখ্যা সম্পর্কিত তথ্য সরবরাহের মাধ্যমে উন্নয়নশীল দেশগুলোকে জনসংখ্যানীতি প্রণয়নে সহায়তা করে। এই নীতি বাস্তবায়নেও সংস্থাটি প্রয়োজনীয় সহযোগিতা করে থাকে।

প্রশ্ন-২০৬. বাংলাদেশের জনসংখ্যা মোকাবিলায় ইউএনএফপিএ কীভাবে সাহায্য করছে?
[বোর্ড বইয়ের নমুনা প্রশ্ন নং-৪]

উত্তর: বাংলাদেশের জনসংখ্যা মোকাবিলায় ইউএনএফপিএ নানাভাবে সাহায্য করছে। যেমন— পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচিকে এগিয়ে নেওয়া, নারীর ক্ষমতায়ন প্রভৃতি বিষয়েও ইউএনএফপিএ বাংলাদেশ সরকারকে পরামর্শ ও সহযোগিতা দিচ্ছে। এছাড়া ইউএনএফপিএ-এর সহায়তায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পপুলেশন সায়েন্স বিভাগ চালু হয়েছে। এ বিভাগটি বাংলাদেশ ও বিশ্বের জনসংখ্যা সম্পর্কিত জ্ঞানদানের পাশাপাশি এ বিষয়ে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে।

Visit Our Website: all.talukdaracademy.com.bd